Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিহা তাসনিম

রোলঃ 228021618

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিহা তাসনিম

রোলঃ 228021618

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অহংকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিহা তাসনিম, আইডিঃ 228021618 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অহংকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সাবিহা তাসনিম

আইডিঃ 228021618

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা (Introduction):....................5

অধ্যায় ১: অহংকারের সংজ্ঞা ও ইসলামী পরিভাষা....................5

অধ্যায় ২: কুরআন ও হাদীসের আলোকে অহংকার....................8

অধ্যায় ৩: কুরআন হাদিসের ঘটনাবলী....................11

অধ্যায় ৪: অহংকারের নিদর্শন সমূহ....................13

অধ্যায় ৫: অহংকারের কারণসমূহ....................20

অধ্যায় ৬: অহংকার দূরীকরণের উপায় সমূহ....................29

অধ্যায় ৭: মানুষ যে সব জিনিস নিয়ে অহংকার করে তার বর্ণনা....................38

অধ্যায় ৮: মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব....................45

অধ্যায় ৯: যে সব অহংকারীকে তার অহংকার হকের অনুকরণ হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত....................54

অধ্যায় ১০: অহংকারীর শাস্তি....................58

অধ্যায় ১১: অহংকারের চিকিৎসা....................65

অধ্যায় ১২:অহংকার বনাম বিনয়: ইসলামি চরিত্র গঠনের ভিত্তি....................74

অধ্যায় ১৩: ইসলামী ইতিহাসে বিনয়ের উজ্জ্বল উদাহরণসমূহ....................76

অধ্যায় ১৪: দ্বীনদারদের মধ্যেও অহংকার, আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান....................78

অধ্যায় ১৫: সমকালীন সমাজে অহংকারের প্রভাব ও ইসলামি প্রতিকার....................80

অধ্যায় ১৬: উপসংহার....................82

সার-সংক্ষেপে:....................83

ভূমিকা (Introduction):

অহংকার মানবজীবনের এক প্রাচীন দুর্বলতা, যা আত্মবিনাশের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে চিহ্নিত। ইসলাম একমাত্র সেই ধর্মব্যবস্থা, যা মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, এবং অহংকারকে একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি হিসেবে অভিহিত করে। কুরআনে ইবলীসের অহংকারকে অবাধ্যতার মূল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, এবং হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অহংকারকে জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই গবেষণায় ইসলামে অহংকারের ধারণা, এর উৎস ও বহিঃপ্রকাশ, সমাজে এর প্রভাব, এবং ইসলাম কীভাবে এই বৈশিষ্ট্য দূর করতে নির্দেশনা দিয়েছে—তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে অহংকারের যে নতুন নতুন রূপ দেখা যায়, যেমন সামাজিক মাধ্যমে আত্মপ্রদর্শন বা ধর্মীয় ইগো—তাও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ইসলামী শিক্ষার আলোকে অহংকারের নেতিবাচকতা বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর প্রতিকারমূলক দিকগুলো তুলে ধরা।

অধ্যায় ১: অহংকারের সংজ্ঞা ও ইসলামী পরিভাষা

১.১ শব্দগত বিশ্লেষণ:

বাংলায় "অহংকার" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ "অহং" (আমি) এবং "কার" (করণ/ঘটানো) থেকে। অর্থাৎ, "আমি" বা "নিজেকে বড় ভাবা" — এই ধারণাটি অহংকারে নিহিত।

১.২ ইসলামী পরিভাষায়:

আরবি ভাষায় অহংকার বোঝাতে মূলত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়:
كِبْر (Kibr): নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় মনে করা।
تَكَبُّر (Takabbur): গর্বিত হয়ে নিজেকে উচ্চ ভাবা এবং অন্যদের নিচু ভাবা।

১.৩ শব্দগত বিশ্লেষণ (Lexical Meaning):

বাংলায় “অহংকার” শব্দটি গঠিত হয়েছে দুটি উপাদান থেকে—

“অহং” = আমি
“কার” = কার্য বা প্রকাশ
অতএব, অহংকার মানে “আমি-ভাবের প্রকাশ” বা নিজেকে কেন্দ্র করে বড়ত্বের ভাব।

১.৪ আরবি শব্দমূল ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণ:

ইসলামী শাস্ত্রে অহংকার বোঝাতে কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে তিনটি প্রধান হলো:
1. كِبْر (Kibr):
মূল ধাতু: ك-ب-ر (Kabura)
অর্থ: বড় হওয়া, নিজেকে বড় ভাবা।

2. تَكَبُّر (Takabbur):
অর্থ: নিজের মধ্যে বড়ত্বের দাবি প্রকাশ করা। এটি অহংকারের কর্মমূলক রূপ।

3. عُجْب (Ujub):
অর্থ: আত্মমুগ্ধতা বা নিজের গুণাবলি দেখে নিজেই তৃপ্ত হওয়া।

> উল্লেখযোগ্য: কিবর এবং তাকাব্বুর মূলত অন্যকে হেয় করা জড়িয়ে থাকে, কিন্তু উজুব মূলত নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত হওয়া—যা নিজের মধ্যেই ভয়ংকর আত্মপ্রবঞ্চনা।

> অহংকার ও আত্মমর্যাদা: তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	আত্মমর্যাদা (عِزَّة)	অহংকার (كِبْر)
উদ্দেশ্য	সম্মান রক্ষা	শ্রেষ্ঠত্ব দাবি
ব্যবহার	বৈধ, প্রশংসনীয়	হারাম, নিন্দনীয়
ফলাফল	আল্লাহর সন্তুষ্টি	আল্লাহর গজব

> আত্মমর্যাদা হলো সম্মানের সঙ্গে বাঁচা, আর অহংকার হলো নিজেকে সৃষ্টিকর্তার চেয়ে বড় ভাবা।

> অহংকারের বহির্প্রকাশ ও আচরণগত লক্ষণ:

১) অন্যকে তুচ্ছ ভাবা
২) সত্য গ্রহণে অনীহা
৩) পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা
৪) নিজের গুণাবলিতে আত্মম্ভরিতা
৫) ক্ষমা করতে অক্ষমতা

> অহংকারের উদাহরণ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত:

ইবলীস: সৃষ্টির শুরুতেই অহংকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত
ফেরাউন: ক্ষমতা ও গৌরবে অন্ধ হয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়
রাসূল (সা.): সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও ছিলেন বিনয়ের প্রতীক
> অহংকার একটি আত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধি, যা মানুষের ঈমান ও আমলের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। কুরআন ও হাদীস অহংকারকে জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মুসলিম জীবনে বিনয় ও নম্রতাই হলো প্রকৃত উন্নতির চাবিকাঠি।

অধ্যায় ২: কুরআন ও হাদীসের আলোকে অহংকার

২.১ ভূমিকা:

ইসলামের প্রধান দুই উৎস—**আল-কুরআন** ও **আল-হাদীস**—অহংকারকে একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি ও বড় গোনাহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এগুলোতে অহংকারের মূল, প্রকারভেদ, ফলাফল এবং শাস্তির বিবরণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২.২ কুরআনে অহংকারের আলোচনা:

২.২.১ ইবলীসের অহংকার:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ *সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম; আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি থেকে।'* — **সূরা সা'দ: ৭৬**

তাফসীর (ইবনে কাসীর): ইবলীসের এই বক্তব্য তাকে অহংকারের পথে ঠেলে দেয় এবং সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। এই ঘটনাকে কুরআনে অহংকারের প্রথম প্রকাশরূপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

২.২.২ ফেরাউনের অহংকার:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ *"সে বলল: আমি তোমাদের প্রভু, সর্বোচ্চ!"* — **সূরা আন-নাযিয়াত: ২৪**

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْض

"নিশ্চয়ই ফেরাউন পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল।" — **সূরা কাসাস: ৪**

বিশ্লেষণ: ফেরাউনের অহংকার ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের, যা তাকে 'উলুহিয়্যাহ'র (ঈশ্বরত্ব) দাবিতে পৌঁছে দেয়। এর ফলাফল ছিল ধ্বংস।

২.২.৩ অহংকারীদের শাস্তি সম্পর্কে কুরআন:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে, আমি তাদেরকে আমার আয়াত বুঝার থেকে বঞ্চিত করব।" — **সূরা আল-আরাফ: ১৪৬**

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না।" — **সূরা নাহল: ২৩**

২.৩ হাদীসে অহংকারের আলোচনা:

২.৩.১ জান্নাতের অন্তরায়:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

ৢ *"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"* — **সহীহ মুসলিম: ৯১**

সাহাবীদের প্রশ্ন: "হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি ভালো পোশাক ও জুতা পছন্দ করে, তা কি অহংকার?" উত্তর:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ **:**بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো: সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ ভাবা।"

২.৩.২ অহংকারীদের অবস্থা কিয়ামতের দিন:

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

"কিয়ামতের দিন অহংকারীরা মানুষের রূপে পিঁপড়ার মতো ছোট করে উপস্থিত হবে। সবদিক থেকে তাদেরকে লাঞ্ছনা আচ্ছাদিত করবে।" — **তিরমিজি: ২৪৯২**

২.৪ নবী (সা.) এর জীবন থেকে অহংকারবিরোধী দৃষ্টান্ত:

রাসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও কখনো অহংকার করেননি।

নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, ঘরে কাজ করতেন, দাস-দাসীদের সঙ্গে বসে খেতেন।

যুদ্ধ জয়ের পরেও বিনয় অবলম্বন করতেন (যেমন: মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মাথা এতটা নিচু করেছিলেন যে তা উটের পিঠে লেগে যাচ্ছিল)।

২.৫ সাহাবায়ে কিরামদের জীবনচর্চা:

আবু বকর (রাঃ): খলিফা হওয়ার পর বলেছিলেন, *"আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই।"*

উমর (রাঃ): সাধারণ বস্ত্র পরতেন, রাস্তা ঝাঁট দিতেন—যদিও ছিলেন মুসলিম বিশ্বের শাসক।

২.৬ আলেমদের দৃষ্টিতে অহংকারের সংজ্ঞা:

ইমাম গাজ্জালী (রহ.):

"আহইয়া উলুমুদ্দীন" গ্রন্থে বলেন—

"তাকাব্বুর এমন একটি ব্যাধি, যার ভেতর আত্মপ্রেম, অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, পরামর্শ গ্রহণে অক্ষমতা ও নিজের ভুল মানতে অনিচ্ছা মিশে থাকে।"

ইবনে তাইমিয়া (রহ.):

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি ও বিধানকে অস্বীকার করে, সে অহংকারের চূড়ান্ত শিকার।"

২.৭ আহকাম ও শিক্ষণীয় দিক:

অহংকার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সমাজে বিভাজন ও হিংসা সৃষ্টি করে।

আত্মিক উন্নতির পথে বড় বাধা।

কুরআন ও হাদীস অহংকারকে শুধু একটি খারাপ আচরণ নয়, বরং ঈমানের অন্তরায় হিসেবে বর্ণনা করেছে। ইবলীস ও ফেরাউনের ঘটনাবলি আমাদের জন্য বড় শিক্ষণীয়। রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের জীবনচর্চা দেখায়—আসল শ্রেষ্ঠত্ব বিনয়ে, অহংকারে নয়।

অধ্যায় ৩: কুরআন হাদিসের ঘটনাবলী

১. আল-কুরআনে অহংকারের ব্যাখ্যা ও পরিণতি

কুরআনে "অহংকার" শব্দের ব্যবহার:

কুরআনে "كِبْر"، "تَكَبُّر"، "مستكبر" — এই শব্দগুলো ৩০+ বার বিভিন্ন রূপে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা অহংকারকে ঈমান ও সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কুরআনের আয়াত:

"إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না।" — সূরা নাহল: ২৩

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

"এইভাবে আল্লাহ অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন।" — সূরা গাফির: ৩৫

পরিণতি:

অহংকারীরা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত

তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে যায়

আখিরাতে তারা লাঞ্ছিত হবে

২. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসে অহংকারের নিন্দা: একটি বিশ্লেষণ

মূল হাদীস (সহীহ মুসলিম):

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

হাদীসে অহংকারের দুটি দিক চিহ্নিত:

بَطَرُ الْحَقِّ –

সত্য প্রত্যাখ্যান করা

غَمْطُ النَّاسِ–

মানুষকে তুচ্ছ ভাবা

বিশ্লেষণ:

এই হাদীসে অহংকারকে শুধুমাত্র একটি চারিত্রিক ব্যাধি নয়, বরং ঈমানের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রিয় নবী (সা.) নিজেই ছিলেন বিনয়ের প্রতীক, যা তিনি বিভিন্ন হাদীসে শেখাতে চেয়েছেন।

৩. ইবলীসের অহংকার: কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষণীয় দিক

ঘটনা (সূরা সা'দ: ৭৬):

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ...

"সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম..."

তাফসীর:

ইবলীস মনে করল, আগুন (তার উপাদান) মাটির (আদম আঃ এর উপাদান) তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এ ছিল তার অহংকার।

শিক্ষণীয় দিক:

জ্ঞান, পদ, সৃষ্টি বা জাতি—সবকিছুতে অহংকার অনুচিত।

অহংকারের কারণে একজন ইবাদতকারী জিন শয়তানে রূপান্তরিত হয়।

৪. অহংকার ও তার শাস্তি: কুরআন-হাদীসের আলোকে

শাস্তির আয়াত:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ...

"আমি তাদের আমার আয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখবো..." — সূরা আরাফ: ১৪৬

হাদীস:

"يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ ...كَأَمْثَالِ الذَّرِّ"

অহংকারীরা কিয়ামতের দিনে পিঁপড়ার মতো ছোট করে উঠানো হবে..." — তিরমিজি: ২৪৯২

বিশ্লেষণ:

দুনিয়ায় বড়ত্বের দাবিকারী কিয়ামতে হবে লাঞ্ছিত।

অহংকার আল্লাহর গুণ, যা কোনো সৃষ্টির জন্য নয়।

৫. আখিরাতে অহংকারীদের পরিণতি: ইসলামী বর্ণনায়

কুরআন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ *"তাদের অন্তরে কেবল অহংকার রয়েছে, যা তারা অর্জন করতে পারবে না।"* — সূরা গাফির: ৫৬

হাদীস:

أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম হলো: 'রাজাদের রাজা' (অহংকারসূচক নাম)।”

— সহীহ বুখারী: ৬২০৬

আখিরাতের চিত্র:

লাঞ্ছনা

দোজখে স্থান

জান্নাতে প্রবেশ থেকে বাধা।

এই পাঁচটি বিষয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, **অহংকার ইসলামে শুধুমাত্র ঘৃণিত নয়, বরং ধ্বংসাত্মক পাপ**। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অহংকারের বিরুদ্ধে এমন কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন, যার শিক্ষা হলো: **“আসল শ্রেষ্ঠত্ব বিনয়ে, অহংকারে নয়।”**

অধ্যায় ৪: অহংকারের নিদর্শন সমূহ

(১) দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা: এটাই হ'ল প্রধান নিদর্শন। যা উপরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এটি করা হয়ে থাকে মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে। কখনো পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে, কখনো ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের দোহাই দিয়ে বা অন্য কোন কারণে।

(২) নিজেকে সর্বদা অন্যের চাইতে বড় মনে করা: যেমন ইবলীস আদমের চাইতে নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং আল্লাহ্ অবাধ্য হয়েছিল। সে যুক্তি দিয়েছিল, أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 'আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (ইসরা ১৭/৬১)। এই যুক্তি ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাকে বলেন, فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 'বের হয়ে যাও এখান থেকে। কেননা তুমি অভিশপ্ত' (ছোয়াদ ৩৮/৭৬)। মানব সমাজেও যারা অনুরূপ অবাধ্য ও শয়তানী চরিত্রের অধিকারী, তারা সমাজে ও সংগঠনে
এভাবেই ধিকৃত ও বহিষ্কৃত হয়। তবে যারা আল্লাহ্ জন্য বিতাড়িত ও নির্যাতিত হন, তারা ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হন।

(৩) অন্যের আনুগত্য ও সেবা করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা:

এই প্রকৃতির লোকেরা সাধারণতঃ উদ্ধত হয়ে থাকে। এরা মনে করে সবাই আমার আনুগত্য ও সেবা করবে, আমি কারু আনুগত্য করব না। এরা ইহকালে অপদস্থ হয় এবং পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاa –

'পরকালের ঐ গৃহ আমরা তৈরী করেছি ঐসব লোকদের জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না' (ক্বাছাছ ২৮/৮৩)।

ৃউম্মুল হুছায়েন (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ

نْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ* وَأَطِيعُو

'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাট হাবশী ক্রীতদাসও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্ কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা

করেন, তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর'।

মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে যিনি যত বিনয়ী ও আনুগত্যশীল হন, তিনি তত সম্মানিত হন এবং আখেরাতে পুরস্কৃত হন।

(৪) নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করা:

শক্তিশালী ব্যক্তি, সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা কিংবা যেকোন পর্যায়ের পদাধিকারী ব্যক্তি বা কর্মকর্তা ও ধনিক শ্রেণীর কেউ কেউ অনেক সময় নিজেকে এরূপ ধারণা করে থাকেন। তিনি ভাবতেই পারেন না যে, আল্লাহ যেকোন সময় তার কাছ থেকে উক্ত নে'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন। আবু জাহল এরূপ অহংকার করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার অভিজ্ঞ পারিষদবর্গ ও শক্তিশালী জনবলের ভয় দেখিয়েছিল। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ,

-الزبانية

'ডাকুক সে তার পারিষদবর্গকে'। 'অচিরেই আমরা ডাকব আযাবের ফেরেশতাদেরকে' ('আলাক ৯৬/১৭-১৮)। পরিণতি কি হয়েছিল, সবার জানা। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى 'কখনই না। মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে'। 'কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে' ('আলাক্ব ৯৬/৬-৭)। আল্লাহ একেক জনকে একেক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কেউ অভাবমুক্ত নয়। তাই মানুষের জন্য অহংকার শোভা পায় না। আল্লাহ কেবল 'মুতাকাব্বির' (অহংকারী)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন আল্লাহ বলেন,

الكبرياء ردائي 'অহংকার' আমার চাদর এবং 'বড়ত্ব' আমার পায়জামা। অতএব যে ব্যক্তি ঐ দু'টির কোন একটি আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'। . আবুদাউদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।

অতএব সকল প্রকার অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক তিনি। তাই অহংকার কেবল তাঁরই জন্য শোভা পায়।

(৫) লোকদের কাছে বড়ত্ব যাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা:

মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন, তখন ফেরাউন ভীত হ'ল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোকদের জমা করল। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى . فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى -পালনকর্তা'। 'ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন' (নাযে'আত ৭৯/২৩-২৪)।

বস্তুতঃ ফেরাউনী চরিত্রের লোকের কোন অভাব সমাজে নেই। সমাজ দুষণের জন্য প্রধানতঃ এসব লোকেরাই দায়ী।

একবার হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছে পিছে একদল লোককে চলতে দেখে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর প্রতি চাবুক উঁচু করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁকে মারলেন। তখন তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে খলীফা বললেন, هَذَا ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوْعِ 'এটা অনুসরণকারীর জন্য লাঞ্ছনাকর এবং অনুসৃত ব্যক্তিকে ফিৎনায় নিক্ষেপকারী'। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (৪৬-৯৫ হিঃ) তাঁর অনুগমনকারীদের প্রতি অনুরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন। এখানে 'ফিৎনা' অর্থ অহংকার। অথচ উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর ন্যায় বিখ্যাত ছাহাবীর জন্য এরূপ ফিৎনায় পড়ার কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু খলীফা ওমর (রাঃ) চেয়েছিলেন উবাইয়ের মনের মধ্যে যেন কণা পরিমাণ অহংকারের উদয় না হয়। তিনি চেয়েছিলেন যেন তার এক ভাই অহেতুক অহংকারের দোষে দোষী হয়ে জাহান্নামে পতিত না হয়। এটাই হ'ল পরস্পরের প্রতি ইসলামী ভালোবাসার সর্বোত্তম নমুনা। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

উল্লেখ্য যে, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন সংকলনকারী চারজন ছাহাবীর অন্যতম এবং যার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তোমরা চারজনের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শিখে নাও, তাদের একজন ছিলেন উবাই। শুধু তাই নয়, একদিন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমার উপর

সূরা বাইয়েনাহ পাঠ করি। উবাই বললেন, আল্লাহ আপনার নিকট আমার নাম বলেছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তখন উবাই (খুশীতে) কাঁদতে লাগলেন'।

এরূপ দৃষ্টান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকেও এসেছে। তিনি তাঁর পিছনে অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন,
لَوْ تَعْلَمُونَ ذُنُوبِي مَا وَطِئَ عَقِبِي رَجُلَانِ وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رَأْسِي التُّرَابَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي-

'আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে দু'জন লোকও আমার পিছনে হাঁটতে না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহসমূহ মাফ করুন'। হাকেম হা/৫৩৮২ সনদ ছহীহ।

(৬) অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা:

মূসা ও হারূণ (আঃ) ফেরাউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা বলেছিল, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (দু'ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত মানুষ এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে'? (মুমিনূন ২৩/৪৭)।

মক্কার কাফের নেতারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে বেলাল, খোবায়েব, ছুহায়েব, ইবনু মাসউদ প্রমুখ দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সরিয়ে দিতে বলেছিল, যাতে তারা তাঁর সঙ্গে বসে পৃথকভাবে কথা বলতে পারেন। তখন আয়াত নাযিল হয়,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالمين) - الأنعام- (٥٢)

'যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিয়ো না। তাদের কোন আমলের হিসাব তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার কোন আমলের হিসাব তাদের দায়িত্বে নেই। এরপরেও যদি তুমি তাদের সরিয়ে দাও, তাহ'লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (আন'আম ৬/৫২)।

ধনে-জনে ও পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি মনের মধ্যে কোন তুচ্ছভাব উদ্রেক হওয়াটা অহংকারের লক্ষণ। অতএব এই স্বভাবগত রোগ কঠিনভাবে দমন করা অবশ্য কর্তব্য।

অন্যকে হেয় গণ্যকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তারা ঐসব দুর্বল শ্রেণীর লোকদের পায়ের নীচে থাকবে। এটি হবে তাদেরকে দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ

'অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বুলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে। তিরমিযী হা/১৮৬২, ২৪৯২, মিশকাত হা/৩৬৪৩, ৫১১২।

একদিন ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) নিগ্রো মুক্তদাস বেলাল (রাঃ)-কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে'। আবু যর গিফারীর ন্যায় একজন নিরহংকার বিনয়ী ছাহাবীর একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বরদাশত করেননি।

(৭) মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া: এটি অহংকারের অন্যতম লক্ষণ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'ল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে অনুমতি দাও। সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই ও কতই না মন্দ পুত্র! অতঃপর যখন লোকটি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে অতীব নম্রভাবে কথা বললেন। পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। আবার সুন্দর আচরণ করলেন, ব্যাপারটা কি? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা! সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যাক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে'। বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা/২৫৯১, মিশকাত হা/৪৮২৯।

(৮) শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা: এটি অহংকারের একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি তাকে বড় করেছেন সেই বান্দা ও আল্লাহকে সে ভুলে যায়। সে এই কথা ভেবে অহংকারী হয় যে, আমি আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। ফলে সে আর অন্যকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে। এই হক সম্মানের হতে পারে বা মাল-সম্পদের হতে পারে। অন্যায়ভাবে কারু সম্মানের হানি করলে ক্বিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে পিঁপড়া সদৃশ করে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় হাঁটানো হবে।"তিরমিযী হা/২৪৯২। অথবা তাকে ঐ মাল-সম্পদ ও মাটির বিশাল বোঝা মাথায় বহন করে হাঁটতে বাধ্য করা হবে। আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯; ছহীহাহ হা/২৪২।

(৯) অধীনস্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা ও তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে খাটানো: অহংকারী মালিকেরা তাদের অধীনস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি এরূপ আচরণ করে থাকে। যা তাদের জাহান্নামী হবার বাস্তব নিদর্শন। এই স্বভাবের লোকেরা এভাবে প্রতিনিয়ত 'হাক্কুল ইবাদ' নষ্ট করে থাকে। অতঃপর তাদের হক পূরণ না করে নিজেরা ঘন ঘন হজ্জ ও ওমরায় যায়। আর ভাবে যে, সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় তারা পাপমুক্ত হয়ে ফিরে এল। আদৌ নয়। আল্লাহ্ হক আদায়ের মাধ্যমে কখনোই বান্দার হক বিনষ্টের কাফফারা আদায় হয় না। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‌َلَيْس ‌ُلَيْس ‌فَإِنَّه ، ‌ِالْمَظْلُوم

بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ، اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم তুমি মযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্ মধ্যে কোন পর্দা নেই)অর্থাৎ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়)।" الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'। তিনি একদিন বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে, প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হবার আগেই যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে (মানুষকে ন্যায়বিচার দেখানোর জন্য)। (মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।)

তিনি বলেন 'তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর। কেননা তোমাদেরকে রূযী পৌঁছানো হয় ও সাহায্য করা হয় তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে। ৬৫ এর অর্থ তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর দুর্বলদের প্রতি তোমাদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। তিনি বলেন, যখন খাদেম তোমার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে খাইয়ে তুমি শুরু কর। অথবা তাকে সাথে বসাও বা তাকে এক লোকমা খাদ্য দাও। ৬৬ আল্লাহ বলেন, তোমরা মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো' (বাক্বারাহ ২/৮৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যেখানেই তুমি থাক, আল্লাহকে ভয় কর। আর মন্দের পিছে পিছে উত্তম আচরণ কর। তাহ'লে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে'। ৬৭ আল্লাহ বলেন, ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে' (হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪)।

(১০) মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা এটি অহংকারের অন্যতম নিদর্শন। নবীগণ যখন লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করত এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপরে যিদ করত। যদিও শয়তান তাদেরকে (এর মাধ্যমে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে (লোকমান ৩১/২১)।

কেবল কাফেরদের মধ্যে নয়, বরং মুসলমানদের মধ্যেও উক্ত দোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত পাপের উপর টিকে থাকে। অমনিভাবে বিচারক ও শাসক শ্রেণী তাদের ভুল 'রায়' থেকে ফিরে আসেন না। বরং একটি অন্যায় প্রবাদ চালু আছে যে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'। অথচ মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খলীফা ওমর (রাঃ) যখন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে কুফার গভর্ণর করে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন বস্তু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। কেননা الرُّجُوع إِلَى الْحَق خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা অধিক উত্তম'।

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) বলতেন مَا مِنْ كِتَابِ أَيْسَرُ عَلَى رَدًّا مِنْ كِتَابِ قَضَيْتُ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ فَفَسَخْتُهُ
ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছি এমন কোন বিষয় বাতিল করা আমার নিকটে সবচেয়ে সহজ, যখন আমি দেখি যে তার বিপরীতটাই সত্য।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী (৩৫-১৯৮ হিঃ) বলেন, আমরা এক জানাযায় ছিলাম। যেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান উপস্থিত ছিলেন, যিনি তখন রাজধানী বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি ভুল উত্তর দেন। তখন আমি বললাম, أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا তাওফীক দিন! এ মাসআলার সঠিক উত্তর হ'ল এই, এই। তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন। অতঃপর মাথা উঁচু করে দু'বার বলেন, إذا أرجع وأنا صاغر 'এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি লজ্জিত'। অতঃপর لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل স্বীকার করে হক-এর লেজ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের মাথা হওয়ার চাইতে'। অর্থাৎ হক-এর অনুসারী হওয়া বাতিলের নেতা হওয়ার চাইতে অনেক উত্তম।

অধ্যায় ৫: অহংকারের কারণসমূহ

১. অন্যের সম্মান দেখে অহংকারী হওয়া:

আদমের উচ্চ সম্মান দেখে ইবলীস অহংকারী হয়ে ওঠে এবং সে আল্লাহ্ হুকুম অমান্য করে। যেমন আল্লাহ বলেন 'অতঃপর যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার দেখালো। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল (বাক্বারাহ ২/৩৪)।

যুগে যুগে এটা জারি আছে। যেজন্য নবী-রাসূলগণ ও তাদের যথার্থ অনুসারীগণ সর্বদা অহংকারী সমাজনেতাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। যদিও অহংকারীরা সর্বদা নিজেদের সাফাই গেয়ে মিথ্যা বলে থাকে।

২. মালের আধিক্য:

অধিক ধন-সম্পদ মানুষকে অনেক সময় অহংকারী করে তোলে। মাল ও সন্ত ান মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কিন্তু মানুষ অনেক সময় এর দ্বারা ফেৎনায় পতিত হয় এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ ক্বারূণের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

'ক্বারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। আমরা তাকে এমন ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পসন্দ করেন না।' 'সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতে শক্তিতে প্রবল ছিল এবং সম্পদে প্রাচুর্যময় ছিল। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না (তারা সরাসরি জাহান্নামে যাবে)' (ক্বাছাছ ২৮/৭৬, ৭৮)।

ক্বারূণী ধন সবাই পেতে চায়। কিন্তু তা মানুষকে অহংকারী করে তোলে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

'অতঃপর আমরা ক্বারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। ফলে তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্ শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' (ক্বাছাছ ২৮/৮১)।

৩. ইলম:

ইলম অনেক সময় আলেমকে অহংকারী বানায়। দু'ধরনের লোকের মধ্যে এটা দেখা যায়। জন্মগতভাবে বদ চরিত্রের লোকেরা যখন ইলম শিখে, তখন ইলমকে তার বদস্বভাবের পক্ষে কাজে লাগায়। এইসব আলেমরা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় আলেম বলে যাহির করে। এদের মধ্যে ইলম থাকলেও সেখানে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি থাকে না। তাদের সকল কাজে লক্ষ্য থাকে দুনিয়া অর্জন করা ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানো। যা তাদেরকে অহংকারী করে ফেলে। যেমন আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আবুত ত্বাইয়েব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ) বলেন,

'নাখলার জনপদে আমার অবস্থান ইহুদীদের মাঝে মসীহ ঈসার অবস্থানের ন্যায়।'

অনুরূপভাবে অন্ধ কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী (৩৬৩-৪৪৯ হিঃ) বলেন, 'আমি যদিও কালের হিসাবে শেষে এসেছি। তথাপি আমি যা এনেছি, তা পূর্বের লোকেরা আনতে সক্ষম হয়নি'। ৭২

দ্বিতীয় কারণ হ'ল, অল্প বিদ্যা। যেমন কিছু ইলম শিখেই নিজেকে অন্যের তুলনীয় মনে করা এবং একথা বলা যে, তারাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ'। অর্থাৎ আমরা ও তারা সমান। এটা তাদের অহংকারের পরিচয়। সেজন্যেই প্রবাদ আছে 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী'। নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মর্যাদা অনেক বেশী। কেননা তাদের ইলমের পথ ধরেই পরবর্তীরা এসেছেন। তাছাড়া সমকালীন প্রত্যেকেই পৃথক গুণ ও মেধার অধিকারী। অতএব কেউ কারু সমান নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রত্যেকেই পৃথকভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

প্রকৃত ইলম হ'ল সেটাই যা মানুষকে বিনয়ী ও আল্লাহভীরু বানায়। ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ)-কে ৪৮ টি প্রশ্ন করা হ'লে তিনি ৩২ টি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, لا أدري 'আমি জানি না'।বহু মাসআলায় তিনি বলতেন, তুমি অন্যকে জিজ্ঞেস কর।' 'কাকে জিজ্ঞেস করব? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কারু নাম না করে বলতেন, আলেমদের জিজ্ঞেস কর'। তিনি মৃত্যুকালে কাঁদতে থাকেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আমার 'রায়' অনুযায়ী যত ফৎওয়া দিয়েছি প্রতিটির বদলায় যদি আমাকে চাবুক মারা হ'ত! হায় যদি আমি কোন ফৎওয়া না দিতাম!। বহু ইখতেলাফী মাসআলায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলতেন, আমি জানি না'।

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলতেন 'আমাদের ইলম হ'ল 'রায়'।

আমাদের নিকটে এটাই সর্বোত্তম হিসাবে অনুমিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম নিয়ে আসবে, আমরা তার কাছ থেকে সেটা গ্রহণ করব'। ৭৭পরবর্তী যুগে সালাফে ছালেহীনের একটা সাধারণ রীতি ছিল এই যে, তাঁরা নিজস্ব রায় থেকে কিছু লিখলে শেষে বলতেন, 'আল্লাহ সত্য ও সঠিক সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত'।

সত্যসন্ধানী আল্লাহভীরু আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে থাকে' (ফাত্বির ৩৫/২৮)। এখানে 'আলেম' বলতে দ্বীনী ইলমের অধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াবী ইলম কাফের-মুশরিকরাও শিখে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহভীরু নয়। আর দুনিয়াবী ইলম কাউকে আল্লাহভীরু বানায় না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

পক্ষান্তরে যারা ইলমকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের বিষয়ে হাদীছে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম বিচার করা হবে শহীদ, আলেম ও দানশীল ব্যক্তিদের। অতঃপর দুনিয়াসর্বস্ব নিয়তের কারণে তাদেরকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখলো আলেমদের সাথে তর্ক করার জন্য এবং মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে তিনি আরও আল্লাহ্সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, অথচ সে তা শিখে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য, ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।

অথচ যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার (নিরাপত্তার জন্য) তাদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। তাছাড়া ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান ও যমীনবাসীগণ, এমনকি পানির মাছ ও গর্তের পিঁপড়ারাও তার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এইসব আলেম হ'লেন 'নবীগণের ওয়ারিছ' وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ অর্থাৎ তাঁদের

ইলমের উত্তরাধিকারী। কেননা নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যাননি, কেবল ইলম ব্যতীত। যে ব্যক্তি সেই ইলম লাভ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণভাবেই তা লাভ করেছে' (অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ ইলম সে লাভ করেছে)।৮১ নিজে ইলম না শিখলেও যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছ এর ইলম যথাযথভাবে অন্যের নিকট পৌছে দিবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার চেহারা উজ্জ্বল করুন! কেননা যার কাছে ইলম পৌছানো হয়, তিনি অনেক সময় শ্রবণকারীর চাইতে অনেক বেশী হেফাযতকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকেন'।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলতেন 'অধিক হাদীছ বর্ণনা প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং আল্লাহভীতিই হ'ল

প্রকৃত জ্ঞান'

অতএব আল্লাহকে চেনা ও জানা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করাই হ'ল ইলম হাছিলের মূল লক্ষ্য। আল্লাহভীতি সৃষ্টি হলেই বাকী সবকিছুর জ্ঞান তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কুরআন ও

হাদীছ হ'ল সকল ইলমের খনি। সেখানে গবেষণা করলে মানবীয় চাহিদার সকল দিক ও বিভাগ পরিচ্ছন্ন হয়ে গবেষকের সামনে ফুটে ওঠে। আল্লাহ্র রহমতে তার অন্তর জগত খুলে যায়। ফলে সে অহংকারমুক্ত হয়।

৪. পদমর্যাদা:

উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের মধ্যে অনেক সময় অহংকার সৃষ্টি করে। মূর্খরা এটাকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে। জ্ঞানীরা এর মাধ্যমে মানব কল্যাণে অবদান রাখেন। পদমর্যাদা একটি কঠিন জওয়াবদিহিতার বিষয়। যিনি যত বড় দায়িত্বের অধিকারী, তাকে তত বড় জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'মনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৫. বংশ মর্যাদা:

বংশ মর্যাদা মানুষের উচ্চ সম্মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড। এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, যতক্ষণ বংশের লোকেরা বিনয়ী ও চরিত্রবান থাকে। উক্ত দু'টি গুণ যত বৃদ্ধি পায়, বংশের সম্মান ও মর্যাদা তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সেখানে কথায় ও আচরণে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাহলে কচুর পাতার পানির মত উক্ত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়।

৬. ইবাদত ও নেক আমল:

ইবাদত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হ'লেও তা অনেক সময় মুমিনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।

বহু নেককার ও ইবাদতগুযার ব্যক্তি অলি-আউলিয়া, গাউছ-কুতুব-আবদাল, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি লকবে অভিহিত হন। তারা ভক্তের ভক্তি রসে আপ্লুত হ'তে ভালবাসেন। নযর-নেয়ায, পদসেবা গ্রহণ ইত্যাদি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যা তাদের মধ্যে লোভ ও অহংকার সৃষ্টি করে।

অধ্যায় ৬: অহংকার দূরীকরণের উপায় সমূহ

অহংকার মানুষের ভিতরে লুক্কায়িত একটা বিষের নাম। একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কিন্তু একে দমিয়ে রাখতে হবে, যেন মাথা উঁচু করতে না পারে।

১. নিজের সৃষ্টি ও মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ করা:

মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না (দাহর ৭৬/১)। মৃত্যুর পর সে লাশে পরিণত হবে। আর মৃত্যুর ঘণ্টা সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলে আছে। হুকুম হলেই তা বেজে উঠবে এবং তার রূহ যার হুকুমে তার দেহে এসেছিল তার কাছেই চলে যাবে। তার প্রাণহীন অসাড় দেহটা পড়ে থাকবে দুনিয়ায় পোকার খোরাক হবার জন্য।

আল্লাহ বলেন,

'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি একটি শুক্রাণু হ'তে? অথচ সে এখন। হয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে বিতর্ককারী'। 'মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে, কে এই পচা-গলা হাড়-হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে'? 'তুমি বলে দাও, ওকে পুনর্জীবিত করবেন তিনি, যিনি ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি।করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত' (ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)। for a 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর' (নিসা ৪/৭৮)। বেশী বেশী স্মরণ কর' অর্থাৎ মৃত্যুকে। অতএব মানুষের জন্য অহংকার করার মত কিছু নেই। কেননা সে তার রোগ-শোক. বার্ধক্য-জ্বরা কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। শতবার ঔষধ খেলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার রোগ সারে না। শত চেষ্টাতেও আল্লাহ্ ইচ্ছা ব্যতীত তার বিপদ দূরীভূত হয় না। ফলে সে একজন অসহায় ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তার উচিত সর্বদা নিরহংকার ও বিনয়ী থাকা।

২. আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত হওয়া।

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন,

'তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট' (ইসরা ১৭/১৪)। অতঃপর যখন তারা স্ব স্ব আমলনামা দেখবে, তখন সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, -

'সেদিন উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকের আমলনামা। অতঃপর তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকিত। এ সময় তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা

কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুই লিখে রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারু প্রতি যুলুম করেন না' (কাহফ ১৮/৪৯)।

৩. নিজেকে জানা ও আল্লাহকে জানা:

প্রথমেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে যে, প্রাণহীন শুক্রাণু থেকে সে জীবন পেয়েছে। আবার সে মারা যাবে। অতএব তার কোন অহংকার নেই। অতঃপর আল্লাহ সম্পর্কে জানবে যে, তিনিই তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাকে শক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে পূর্ণ-পরিণত মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর দয়ায় তার সবকিছু। অতএব প্রতি পদে পদে আল্লাহ্র দাসত্ব ব্যতীত তার কিছুই করার নেই।

৪. যেসব বিষয় মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে, সেগুলিকে তুচ্ছ মনে করা:

যেমন বংশের অহংকার, ধনের অহংকার, পদমর্যাদার অহংকার, বিশেষ কোন নে'মতের অহংকার। এগুলি সবই আল্লাহর দান। তিনি যেকোন সময় এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমরা হর-হামেশা এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে, বহু জ্বালাময়ী বক্তা সুস্থ থেকেও নির্বাক হয়ে আছেন, বহু লেখক লুলা হয়ে গেছেন, বহু ধনী নিঃস্ব হয়েছেন, বহু নেতা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। বহু শক্তিমান পুরুষ প্যারালাইজড হয়ে বা স্ট্রোক হয়ে বা বার্ধক্যে জরজর হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন।

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে হীনকর কাজ করা:

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জুতা নিজে ছাফ করতেন, কাপড় সেলাই করতেন ও বাড়ির নানাবিধ কাজ করতেন, যেমন তোমরা করে থাক। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের উকুন বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করতেন। (বুখারী হা/৬৭৬; আহমাদ হা/২৫৩৮০, ২৬২৩৭, মিশকাত হা/৫৮২২)

মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি নিজে মাটি কেটেছেন ও পাথর বহন করেছেন। বিভিন্ন সফরে তিনি ছাহাবীদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছেন।

তাঁর অনুসরণে ছাহাবায়ে কেরামও এরূপ করতেন।

৬. আল্লাহ সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন, সবসময় একথা মনে রাখা:

মনে রেখ দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে সর্বদা তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে'। 'সে মুখে যে কথাই উচ্চারণ
করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য সদা তৎপর প্রহরী তার নিকটেই অবস্থান করে' (ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)।
হাদীছে জিব্রীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্ ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তা না পারো, তবে এমনভাবে যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।

৭. গরীব ও ইয়াতীমদের সঙ্গে থাকা ও রোগীর সেবা করা:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে তালাশ কর'। তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর।
৮. নিজের সৎকর্মগুলি আল্লাহ্র নিকটে কবুল হচ্ছে কি-না সেই ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা:
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিম্নোক্ত আয়াত যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত অন্তরে। এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে'। 'তারা দ্রুত সম্পাদন করে তাদের সৎকর্ম সমূহ এবং তারা সেদিকে অগ্রগামী হয়' (মুমিনুন ২৩/৬০-৬১)। আমি বললাম, এরা কি তারাই যারা মদ্যপান করে ও চুরি করে? তিনি বললেন, 'না হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং এরা হ'ল তারাই যারা ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে ও ছাদাক্বা করে এবং তারা সর্বদা ভীত থাকে এ ব্যাপারে যে, তাদের উক্ত নেক আমলগুলি কবুল হচ্ছে কি-না। তারাই সৎকর্ম সমূহের প্রতি দ্রুত ধাবমান হয়'।

৯. ভুলক্রমে বা উত্তেজনা বশে অহংকার প্রকাশ পেলে সাথে সাথে বান্দার কাছে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া:
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,সম্মানহানি করে বা অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে তার প্রতি যুলুম করে, তবে সে যেন তা আজই মিটিয়ে নেয়। সেদিন আসার আগে, যেদিন কোন দীনার ও দিরহাম তার সঙ্গে থাকবে না...।

১০. অহংকারী পোষাক ও চাল-চলন পরিহার করা:

পোষাক স্বাভাবিক ও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন এবং তিনি বান্দার উপর তাঁর নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালবাসেন'। কিন্তু স্বাভাবিক পোষাকের বাইরে অপ্রয়োজনে আড়ম্বরপূর্ণ কোন পোষাক পরিধান করা 'রিয়া'-র

পর্যায়ে পড়ে যাবে। যা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে অনেকে ফেৎনায় পড়েন ও তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়। অনেক মসজিদে বিশেষ মুছল্লীদের জন্য বিশেষ স্থান ও জায়নামায দেখা যায়। এমনকি কারু জন্য বিশেষ দরজাও নির্দিষ্ট থাকে। যেগুলি নিঃসন্দেহে অহংকারের পর্যায়ভুক্ত।

১১. গোপন আমল করা:

নিরহংকার ও রিয়ামুক্ত হওয়ার অন্যতম পন্থা হ'ল গোপন আমল করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হ'ল ঐ ব্যক্তি ... যে গোপনে ছাদাক্বা করে এমনভাবে যে ডান হাত যা ব্যয় করে, বাম হাত তা জানতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।
এজন্য তাহাজ্জুদের ছালাত রাত্রির শেষ প্রহরে একাকী নিরিবিলি পড়তে বলা হয়েছে (মুযযাম্মিল ৭৩/২-৩, ২০)।

১২. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা:

যদি কেউ আল্লাহ্ ভয়ে কাঁদতে পারে, তবে তার চোখের পানিতে অহংকার ধুয়ে-মুছে ছাফ হয়ে যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না। যেমন দুধ পুনরায় পালানে প্রবেশ করে না'। তিনি বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহ'লে তোমরা কাঁদতে বেশী, হাসতে কম। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম আমি জানি না। আল্লাহ্র কসম আমি জানিনা। অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল; কি হবে সেদিন আমার ও কি হবে সেদিন তোমাদের'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের অনেক পাপকে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম মনে কর। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসকারী মনে করতাম'। এক্ষণে অহংকারের মত মহাপাপ হৃদয়ে জাগ্রত হ'লে সেটাকে দ্রুত দমন করতে হবে, যা সহজেই অনুমেয়।

১৩. মানুষকে ক্ষমা করা ও সর্বদা নম্রতা অবলম্বন করা:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যখন সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তখন তিনি তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন'।তিনি বলেন, সেটি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তা প্রত্যাহার করা হ'লে সেটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে'।
এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিনয় ও আনুগত্য মানুষকে উঁচু ও সম্মানিত করে। পক্ষান্তরে অহংকার ও আত্মগর্ব মানুষকে নীচু ও লাঞ্ছিত করে।

১৪. নিরহংকার হওয়ার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা:

অহংকার থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিম্নের দো'আটি পাঠ করা যেতে পারে।-
অর্থ: আল্লাহ সর্বোচ্চ, আল্লাহ্ জন্য যাবতীয় প্রশংসা, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসাসহ আল্লাহর জন্য সকল পবিত্রতা। আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে এবং তার প্ররোচনা, তার ফুঁক ও তার কুমন্ত্রণা হ'তে। উক্ত হাদীছে نَفْخٌ বা 'শয়তানের ফুঁক'-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী 'আমর বিন মুরা বলেন, সেটা হ'ল الْكِبْرُ অর্থাৎ 'অহংকার'। এছাড়াও সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া উচিৎ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করতে পারে না এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চাইতে পারে না এ দু'টি সূরার তুলনায় অন্য কিছুর মাধ্যমে'।
যে অহংকার শোভনীয়

(১) যখন মানুষ মিথ্যা ছেড়ে সত্যের অনুসারী হয়, তখন সে তার জন্য অহংকার করতে পারে। যেমন কুফর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা। (২) যদি কেউ জাল ও যঈফ হাদীছ ছেড়ে ছহীহ হাদীছের উপর আমল শুরু করে, তবে তার জন্য সে গর্ব করতে পারে। (৩) যখন কোন ব্যক্তি বাতিল ছেড়ে ফিরক্বা নাজিয়াহর অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সে ঐ জামা'আতের উপর গর্ব করতে পারে। যেমন হযরত ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে।
পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ হকপন্থী জামা'আত হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়'। হকপন্থী দলের নামে অহংকার। যেমন হোনায়েন-এর যুদ্ধের দিন বিপর্যয়কর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুমে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী আব্বাস (রাঃ) হোদায়বিয়ার বৃক্ষতলে মৃত্যুর উপরে বায়'আত গ্রহণকারী ছাহাবীদের ডেকে বলেন, أَيْنَ

أَصْحَابُ السَّمُرَةِ 'সামুরা বৃক্ষের সাথীরা কোথায়? يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ 'হে আনছারগণ! একইভাবে বাতিলের অন্ধকারে আহলেহাদীছ-এর পরিচয় নিঃসন্দেহে সত্যের অহংকার। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। (৫) উচ্চ বংশের অহংকার। যেমন একই যুদ্ধে একই অবস্থার খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে তেজস্বী কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে ওঠেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ আমি নবী, মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র'।

খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধির জন্য তাদের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী সেখানে খলীফাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফরকালে খলীফা ওমর (রাঃ) যখন একাকী খালি পায়ে উটের লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করেন, তখন সাথী আবু ওবায়দাহ (রাঃ) এতে আপত্তি করেন। জবাবে ওমর (রাঃ) বলেন, إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ 'আমরা ছিলাম নিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতএব যে কারণে আল্লাহ আমাদের মর্যাদা দান করেছেন, তা ছেড়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَنْ نَبْتَغِي الْعِزَّ بِغَيْرِهِ 'আমরা সেই জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এর বাইরে অন্য কিছুর মাধ্যমে আমরা সম্মান চাই না'। হাকেম ১/৬১-৬২, হা/২০৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, শিরোনাম: 'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়' ৭/৫৬।

(বই: হিংসা ও অহংকার, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব)

অধ্যায় ৭: মানুষ যে সব জিনিস নিয়ে অহংকার করে তার বর্ণনা

মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অহংকার করে থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেন।

এক. ধন-সম্পদ:

মানুষ আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ নিয়ে অহংকার বা বড়াই করে থাকে। তারা মনে করে ধন-সম্পদ লাভতাদের যোগ্যতার ফসল, তারা নিজেরা তাদের যোগ্যতা দিয়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করে থাকে। সুতরাং যাদের ধন-সম্পদ থাকে না তারা অযোগ্য ও অক্ষম। আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমে দুইজন বাগান মালিক সম্পর্কে বলেন,

"আর (এতে) তার ছিল বিপুল ফল-ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী"। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩৪]

এখানে লোকটি তার ধন-সম্পদ নিয়ে তার অপর ভাইয়ের ওপর অহংকার করে থাকে। আল্লাহ তার অহংকারের নিন্দা করেন আর যে ভাই অহংকার করত না তার প্রশংসা করেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

“নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার কাওমভূক্ত। অতঃপর সে তাদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয় তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের ওপর ভারী হয়ে যেত। স্মরণ কর, যখন তার কাওম তাকে বলল, 'দম্ভকরো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না'। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না”। [সূরা আল-কাসাস,আয়াত: ৭৬,৭৭]

দুই. ইলম বা জ্ঞান:

অহংকারের অন্যতম একটি কারণ হলো, ইলম বা জ্ঞান। একটি কথা মনে রাখতে হবে, আলিম, ওলামা, তালিবে ইলম ও তথাকথিত পীর মাশাইখদের মধ্যে অহংকার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, শয়তান তাদের পিছনে লেগে থাকে, চেষ্টা করে কীভাবে তাদের ধোকায় ফেলা যায়। এ কারণেই বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, আলিমদের মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধ খুব বেশি। একজন আলিম মনে করে, ইলমের দিক দিয়ে সেই হলো পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পন্ন, তারমত এত বড় জ্ঞানী জগতে আর কেউ নেই। অনেক সময়

দেখা যায়, একজন আলিম অন্য আলিমকে একেবারেই মূল্যয়ন করে না এবং নিজেকে মনে করে বড় আলিম, আর অন্যদের সে জাহেল ও নিকৃষ্ট মনে করে। এ ধরনের স্বভাব একজন আলেমের জন্য কত যে জঘন্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তিন. আমল ও ইবাদত:

অনেকেই তাদের ইবাদত ও আমল নিয়ে গর্ব ও অহংকার করে। সে মনে করে মানুষের কর্তব্য হলো, তারা তাকে সম্মান করবে, সব কাজে তাকে অগ্রাধিকার দিবে এবং তার তাকওয়া, তাহারাত ও বুজুর্গি নিয়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা করবে। আর সে মনে করে সব মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছে, শুধু সে একাই নিরাপদ। এ কারণে সে মাঝে মধ্যে বলে থাকে সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ, কোনো একজন মানুষের জন্য সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে বলা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যখন কোনো লোক বলে মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মূলত: সেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি। আল্লামা আবু ইসহাক বলেন, আমি জানি না أَهْلَكُهُم শব্দটি যবর বিশিষ্ট যার অর্থ 'সে তাদের ধ্বংস করল', নাকি পেশ বিশিষ্ট যার অর্থ 'সেই তাদের চেয়ে অধিক ধ্বংসের মধ্যে আছে'।

অধ্যায় ৮: মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব

একটি কথা মনে রাখতে হবে, অহংকারের পরিণতি মানবজাতির জন্য খুবই খারাপ ও করুণ। নিম্নে অহংকারের কয়েকটি পরিণতি আলোচনা করা হলো।

এক. আল্লাহর ওপর ঈমান আনা, তার ইবাদত করা হতে বিরত থাকা:

"মাসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হতে (নিজকে) হেয় মনে করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারাও না আর যারা তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করে এবং অহঙ্কার করে, তবে অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহঙ্কার করেছে, তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭২-১৭৩]

দুই. অহংকারের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া:

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে যে নসীহত করে, তা থেকে তুমি অহংকারের পরিণতি কি তা জানতে পারবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ] لقمان : 18]
"আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না'।
[সূরা লোকমান, আয়াত: ১৮]
وتصعير الخد للناس এ কথাটির অর্থ হলো, অহংকার করে মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আর والمشي في الأرض
অর্থ হলো যমীনে অহংকার করে হাঁটা, বুক ফুলিয়ে হাটা।
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করে না।" অর্থাৎ যারা মানুষের ওপর বড়াই করে তাদের সাথে অহংকার ও গরিমা দেখায়, তাদের আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে না।
فَخُورٍ অর্থাৎ শক্তির বড়াই, জ্ঞানের বড়াই, ধন-সম্পদের বড়াই ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা যমিনে বুক ফুলিয়ে হাঁটা ও অহংকার করে চলাচল করা হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,
صل وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبَالَ طُولًا] ﴾ الإسراء[37 :
"আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৭]
অহংকারীদের অভ্যাস হলো, যমিনে অহংকার ও বুক ফুলিয়ে হাটা। পক্ষান্তরে মুমিনদের গুণ হলো, তারা যমিনে বিনয়ের সাথে হাটে। তারা লোক দেখানোর জন্য রাস্তায় বের হয় না। তারা তাদের জরুরি প্রয়োজনে রাস্তায় বের হয়, মানুষকে ছোট মনে করে না এবং ঘৃণার চোখে দেখে না।
চার. অহংকারীর সম্মানে ছুটাছুটি করা ও দাঁড়িয়ে সম্মান করাকে পছন্দ করা।
যে ব্যক্তি পছন্দ করে, লোকেরা তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

পাঁচ. অতিরিক্ত কথা বলা:

যাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, :"কিয়ামত দিবসে আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি এবং মজলিশের দিক দিয়ে আমার সর্বাধিক কাছের লোক সে হবে, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র খুব সুন্দর। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি, মজলিশের দিক দিয়ে আমার থেকে সর্বাধিক দুরের লোক, যে ইচ্ছা করে বেশি কথা বলে, কথার মাধ্যমে মানুষের ওপর অহংকার করে এবং যে ব্যক্তি দীর্ঘ কথা বলে অন্যের ওপর নিজের ফযিলত বর্ণনা করে।

ছয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, চোগলখোরি ও নাম পরিবর্তন করা:

অহংকারী নিজেকে অনেক বড় করে দেখে, ফলে সে মানুষকে ঘৃণা করে তাদের উপহাস করে এবং তিরস্কার করে।

সাত, গীবত করা:

অহংকারী এ কথা প্রকাশ করতে চায় যে, নিশ্চয় সে অন্যদের তুলনায় অধিক সম্মানী। আর গীবত, অন্যদের দোষ প্রকাশ ও তাদের দুর্বলতা বর্ণনা করাকে, সে তার বড়ত্ব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

আট, গরীব, মিসকিন, অসহায় ও দুর্বল লোকদের সাথে উঠা বসা করা হতে বিরত থাকা:

একজন অহংকারী যাকে ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে তার থেকে দুর্বল মনে করে, তার সাথে উঠবস করাকে ঘৃণার চোখে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক মুশরিকদের ইসলামে প্রবেশ না করার কারণও এটি ছিল, তারা যখন দেখত যে, অনেক লোক যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে, তারা ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে তাদের থেকে দুর্বল, তারা যদি ইসলামে প্রবেশ করে তাদেরও তাদের সাথে উঠবস করতে হবে, এ আশংকায় তারা ইসলামে প্রবেশ হতে বিরত থাকে।

নয়. নিকৃষ্ট ও দোষণীয় কাজের ওপর অটুট থাকা:

অহংকারী কখনো তার নিজের সংশোধন ও তার দোষের চিকিৎসা বিষয়ে চিন্তা করে না, কারণ, সে মনে করে তার চেয়ে নির্দোষ, নিরপরাধ ও কামেল ব্যক্তি আর কেউ হতেই পারে না এবং সে পরিপূর্ণ ও কামিল ব্যক্তি। ফলে তার মধ্যে কোনো দোষ থাকতে পারে, তা কখনো সে চিন্তাও করে না এবং কারো কোনো উপদেশ সে শুনে না। যার ফলে সে তার অহংকারের মধ্যে আজীবন পড়ে থাকে। তাকে দোষণীয় গুণ ও কু-অভ্যাস নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এসে যায় এবং তার হায়াত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুক! অবশেষে তার অবস্থা তাদের মতো হয়, যাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا] (الكهف

"বল, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত'? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে'!

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৩-১০৪]

দশ. কারো উপদেশ গ্রহণ না করা:

অহংকারী ব্যক্তি কখনো কারো উপদেশ গ্রহণ করে না। সে মনে করে আমিতো কামিল ব্যক্তি আমার থেকে বড় আর কে হতে পারে? যে আমাকে উপদেশ দিবে। এছাড়াও সে কিভাবে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করবে? সে নিজেই মানুষকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায়।

এগার, জ্ঞান অর্জন না করা:

অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন হতে বঞ্চিত হয়। সে তার অহংকারের কারণে পড়া লেখা করতে পারে না। সে মনে করে আমিতো সব জানি তাহলে আমাকে আবার পড়তে হবে কেন?
আল্লামা মুজাহিদ বলেন, অহংকারী ও লজ্জিত লোক কখনোই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

বার, অহংকারীর সাথে সাক্ষাত হলে, সে সালাম দেয় না।যখন কেউ তাকে সালাম দেয় তখন চিন্তা করে, সে অনেক বড় হয়ে গেছে। কারো জন্য নত হয় না, তার মত কোনো লোকই হয় না। তার ওপর কারো কোনো অধিকার বা পাওনা নেই, সেই শুধু মানুষের নিকট পায়। মানুষ তার কাছে কৃতজ্ঞ সে কারো কাছে কৃতজ্ঞ নয়। কাউকে সে তার চেয়ে উত্তম মনে

করে না, বরং সেই সবার থেকে উত্তম। এ ধরনের ধ্যান ধারণার ফলে সে প্রতিদিনই আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরতে থাকে।

তের. হাঁটার সময় যদি তার সাথে অন্য কেউ থাকে, তাকে তার পিছনে হাটতে পছন্দ করা:

হাঁটার সময় তার সামনে কেউ হাঁটুক তা সে পছন্দ করে না। নিজেই আগে আগে হাঁটতে পছন্দ করে। আর কোনো মজলিশে উপস্থিত হলে অহংকারী সব সময় মজলিশের সামনে বসতে পছন্দ করে। সবার পরে এসে সামনে চলে যায়, পিছনে বসে না। মানুষের মধ্যে সুনাম সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধটা অর্জন করতে পছন্দ করে। কিন্তু একজন বিনয়ী কখনোই এ গুলো পছন্দ করে না।

অধ্যায় ৯:সব অহংকারীকে তার অহংকার হকের অনুকরণ হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত..

এক. আল্লাহ তায়ালা বলেন "তিনি বললেন, 'স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে যাও। ফলে ফিরিশতাগণ সকলেই সিজদাবনত হলো। ইবলীস ছাড়া, সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত থেকে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত। আর নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লা'নত বলবৎ থাকবে। সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।' তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে- 'নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' সে বলল, 'আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব।' তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া। আল্লাহ বললেন, 'এটি সত্য আর সত্য-ই আমি বলি', তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।' বল, 'এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না

আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। সৃষ্টিকুলের জন্য এ তো উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়"। [সূরা সাদ, আয়াত: ৭১-৮৭]

দুই: ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা:

অনুরূপভাবে ফিরআউনের কুফুরী করার কারণ ছিল, তার অহংকার। আল্লাহ তা'আলা তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَهُم فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ] (القصص[38-42 :

"আর ফির'আউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব, হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। আর ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না। অতঃপর আমরা তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল? আর আমরা তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত"। [সূরা কাসাস, আয়াত: ৩৮-৪২]

তিন: সালেহ 'আলাইহিস সালামের কাওম, সামুদ গোত্র:

সামুদ গোত্রের কুফুরীর কারণও একই। অর্থাৎ তাদের অহংকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَافِرُونَ] (الأعراف[75،76 :

"তার কাওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদেরকে বলল যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত'? তারা বলল, 'নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী'। যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী"। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৭৫-৭৬]

চার: হূদ 'আলাইহিস সালামের কাওম আদ সম্প্রদায়:

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ] (فصلت[16 ،15 :

"আর 'আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে'? তবে কি তারা লক্ষ্য করে নি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত। তারপর আমরা তাদের ওপর অশুভ দিনগুলোতে ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।" [সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ১৫-১৬]

পাঁচ: শুয়াইব 'আলাইহিস সালামের কাওম মাদায়েনের অধিবাসী:

আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন,

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ] ﴾ الأعراف[88 :

"তার কাওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, 'হে শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' সে বলল, 'যদিও আমরা অপছন্দ করি তবুও?' [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৮৮]

ছয়: নূহ 'আলাইহিস সালামের কাওম:

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي وَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا *ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا] (نوح[9-5 :

"সে বলল, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কাওমকে রাত-দিন আহবান করেছি। 'অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে'। 'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন', তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে'। 'তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি'। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি।" [সূরা নূহ, আয়াত: ৫-৯]

সাত. বনী ইসরাঈল:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ] (البقرة[88-87 :

"আর আমরা নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি 'পবিত্র আত্মা'র মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৭-৮৮]

আট. আরবের মুশরিকরা:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ

عُتُوا كَبِيرًا] (الفرقان[21 ،20 :

"আর তোমার পূর্বে যত নবী আমরা পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশতা নাযিল হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না কেন'? অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালংঘন করেছে।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০-২১]

অধ্যায় ১০: অহংকারীর শাস্তি

একজন অহংকারীকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শাস্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তার শাস্তি দুনিয়াতেও দেবেন এবং আখেরাতেও দেবেন।
দুনিয়াতে অহংকারীর শাস্তি:

১. একজন অহংকারীকে তার চাহিদার বিপরীত দান করার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন, সে মানুষের নিকট চায় সম্মান কিন্তু মানুষ তাকে বিপরীতটি উপহার দেয়, অর্থাৎ ঘৃণা করে। অহংকারীকে লোকেরা নিকৃষ্ট মানুষ মনে করে এবং ঘৃণা করে। এটি হলো, একজন অহংকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ শাস্তি। দুনিয়ার চিরন্তন নিয়মই হলো, অহংকারীকে কেউ ভালো চোখে দেখে না, সবাই তাকে ঘৃণা করে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে, নিজেকে বড় মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছোট করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। আর যে ব্যক্তি হকের বিপক্ষে বড়াই করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অসম্মান ও অপমান করে।

২. চিন্তা-ফিকির, উপদেশ গ্রহণ করা ও আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে নছিহত অর্জন করা হতে বঞ্চিত হয়।আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমারআয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৪৬]
আল্লামা সাদী রহ. বলেন, আমার আয়াতসমূহ হতে তাদের আমি ফিরিয়ে রাখবো এ কথার অর্থ হলো, আমি তাদের আমার আয়াত হতে উপদেশ গ্রহণ করতে এবং আমার আয়াতের মর্মার্থ বুঝা হতে ফিরিয়ে রাখবো।
অর্থাৎ যারা আমার বান্দাদের ওপর অহংকার করে, হকের বিরুদ্ধাচরণ করে ও যারা হক নিয়ে যারা আসছে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আমি তাদের আমার আয়াতসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা হতে বিরত রাখবো। আর যারা এ ধরনের গুণে গুণান্বিত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক কল্যাণ হতে বঞ্চিত ও অপমান অপদস্থ করবে। আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে যা তার উপকারে আসবে তা হতে তাকে ফিরিয়ে রাখা হবে। বরং, অনেক সময় অবস্থা

এমন হবে, তার নিকট সব কিছুর বাস্তবতা উলট পলট হয়ে যাবে। তখন সে ভালোকে খারাপ জানবে আর খারাপকে ভালো জানবে। ৩. দুনিয়াতে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকারীদের দুনিয়াতে শাস্তির ঘোষণা দেন।

সালামা ইবন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ»

"একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে তখন তার নাম জাব্বারিনদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে এমন আযাব আক্রান্ত বা গ্রাস করে, যা অহংকারীদের গ্রাস করেছিল"। 19

মানুষ অহংকার করতে করতে নিজেকে অনেক বড় মনে করে, সে মনে করে তার মর্যাদা অন্য মানুষের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, এভাবে চলতে চলতে একটি সময় আসে, তখন তার নাম অহংকারী যালেমদের খাতায় লিখা হয়। ফিরআউন হামান ও কারুনের কাতারে তাকে শামিল করা হয়। এ হাদীসটি একটি বাস্তব নমুনা তুলে ধরে, তা হলো, একজন মানুষ প্রথমেই বড় ধরনের যালিম হয়ে যায় না। বরং তা হলো চলমান পক্রিয়া। একটা সময় আসে তখন সে আর ইচ্ছা করলে ফিরে আসতে পারে না। এ কারণেই আমরা বলি, হে জ্ঞানীরা তোমরা অহংকারের পরিণতিকে ভয় কর। প্রথম থেকেই তোমরা অহংকার থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। রোগ যখন ছোট থাকে তখন চিকিৎসা করতে হয়, অন্যথায় যখন বড় হয়ে যায়, তখন চিকিৎসা করা সম্ভব নাও হতে পারে। অনুরূপভাবে যত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তা প্রথমে ছোট কয়লা থেকেই শুরু হয় তারপর তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যদি প্রথমেই তা নিভিয়ে দেওয়া যেত, তা হলে এতবড় বিপদ হত না।

চার. অহংকারীদের থেকে নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অহংকার নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া ও আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"একদিন এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বাম হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাও। উত্তরে লোকটি বলল, আমি পারছিনা! তার কথার প্রেক্ষাপটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলল, তুমি পারবে না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অনুকরণ করা হতে তাকে তার অহংকারই বিরত রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি আর কখনোই তার হাতকে তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারে নি।

ইমাম নববী রহ. বলেন, এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি কোনো প্রকার অপারগতা ও যুক্তি ছাড়া শরী'আতের বিধানের বিরোধিতা করে তার জন্য বদদোয়া করা জায়েয আছে। এ লোকটিকে তার অহংকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ ও তার নির্দেশ মানা হতে বিরত রাখে, তার অহংকারের তড়িৎ শাস্তি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অক্ষমতার জন্য বদ-দো'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার নবীর বদ-দো'আ কবুল করেন এবং সাথে সাথে লোকটি আক্রান্ত হয়। ফলে সে আর কখনোই তার হাতকে তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হন নি।

ঐ সব অহংকারী যাদেরকে তাদের অহংকার সত্যের অনুকরণ করা হতে নিষেধ করে, তারা কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সে সব নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেবেন যে সব নি'আমতের তারা নাফরমানী করে এবং অহংকার করে।

৫. অহংকার জমি ধ্বস ও কবর আযাবের কারণ হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجلٌ جُمتَهُ، إِذِ خَسَفَ الله بِهِ الْأَرْضِ فَهُو يَتَجْلَجُل فِيهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامِة«

"তোমাদের পূর্বের যুগের এক লোক একটি কাপড় ও লুঙ্গি পরিধান করে ও তার চুল গুলো তার কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে অহংকার করে হাঁটছিল। কাপড়দ্বয় লোকটিকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা লোকটিকে যমিনের অভ্যন্তরে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত পুঁততে থাকবে। আর সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এ দিক সেদিক নড়াচড়া করতে থাকবে। "

আল্লামা ফিরোজ আবাদি রহ. বলেন, স্থান ধ্বসে যাওয়া অর্থ হলো, সে ভু-গর্বে চলে গেল। আর আল্লাহ অমুককে যমিনে ধ্বসে দিল, অর্থাৎ তাকে যমিনে গায়েব করে ফেলল।

আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, يمشي في حلة এর অর্থ হলো, একটি চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করে হাঁটছিল। আর সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদীসটি এ শব্দে বর্ণিত-

بَيْنَمَا رَجُل يَتَبَخْتَر فِي بُرْدَيْهِ«

مرجل جمته এ কথাটির "চুলগুলোকে একত্র করে মাথা থেকে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত অথবা তার চেয়ে আরও বেশি ঝুলিয়ে দেওয়া। ترجيل الشعر "তারজীলুশ শার" কথাটির "মাথা আঁচড়ানো ও মাথায় তেল লাগানো।

إِذْ خَسَفَ الله بِهِ الْأَرَضِ فَهو يتَجَلْجَلَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«

التحرك : التجلجل তাজলজুল শব্দের অর্থ হলো, নড়াচড়া করা। আবার কেউ কেউ বলেন, আওয়াযের সাথে নড়াচড়া করা। আর আল্লামা ইবন ফারেস রহ. বলেন, التجلجل শব্দের

"কঠিন ভু-কম্পনসহ যমীনে ধ্বসে যাওয়া এবং এদিক সেদিক নড়বড় করা। সুতরাং يتجلجل في الأرض শব্দর অর্থ হলো, যমীনে নামতে থাকবে কঠিন কম্পন ও হরকত সহ। আর হাদীসের অর্থ হলো, যমিন এ লোকটির দেহকে ভক্ষণ করবে না ফলে তাকে ধ্বংস করা সহজ হবে। আর বলা হবে সে এমন এক কাফির যার দেহ মৃত্যুর পর নিঃশেষ হবে না।

পরকালের জীবনে অহংকারের শাস্তি:

১. অহংকারী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হবে।

ফুযালা ইবন উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ثلاثةٌ لا تَسْأَلَ عَنْهُمْ : رَجُل يُنازِعُ اللَّهُ فِي كَبِرِيَاءِه، فَإِنَّ رِدَاءَه الكبرِيَاءُ، وَإِزاره العزة، وَرُجلٌ يَشُكُّ فِي أَمْرِ اللهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رحمة الل«

"তিন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমরা আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। এক- যে ব্যক্তি আল্লাহ বড়ত্ব নিয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে। কারণ, বড়ত্ব হলো আল্লাহর চাদর আর তার পরিধেয় হলো ইজ্জত। দুই- যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

তিন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়।

দুই. অহংকারীরা কিয়ামত দিবসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অবস্থানের দিক দিয়ে অনেক দুরে হবে।

জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إنّ من أَحبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُم مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمِ الْقِيَامِة أَحَاسِنكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضُكُمْ إِنِّي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمِ الْقِيَامِة الثرثارونَ وَالمُتَشْدِقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمنا الثرثارونَ وَالمُتَشَّدِقُونَ، فَمَا المُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ : المُتَكَبِّرُونَ

"কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে যে আমার খুব প্রিয় ও মজলিশের দিক দিয়ে আমার একেবারে নিকটে অবস্থান করবে, সে হলো তোমাদের মধ্যে যারা আখলাক ও চরিত্রে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক ঘৃণিত এবং মজলিশের দিক দিয়ে আমার অনেক দুরে অবস্থান করবে, সে হলো, যে অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে এবং মানুষের নিকট মুখ ভরে কথা বলে। সাহাবারা বললেন, যারা অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে, তাদের আমরা জানলাম, কিন্তু যারা মানুষের নিকট মুখ ভরে কথা বলে, তারা কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা।

তিন. অহংকারীরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ক্ষুব্ধ:

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :مَن تَعَظمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ«

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বড় মনে করে এবং হাঁটার সময় অহংকার করে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার ওপর রাগান্বিত"। 25

চার. অহংকারীদের আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান অপদস্ত করে একত্র করবে:

আমর ইবন শোয়াইব থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يَسَمَّى بولس، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طينة الْخَبَالِ»

"অহংকারীদের কিয়ামতের দিন বড় মানুষের আকৃতিতে ছোট ছোট পিপড়ার মত করে একত্র করা হবে। অপমান অপদস্থ সব দিক থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলবে। তারপর তাকে জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানা যার নাম 'বুলাস', তার দিকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হবে। তাদেরকে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে ফেলবে। আর তাদেরকে জাহান্নামীদের পিত্ত, পুঁজ ও বমি থেকে তাদের পানীয় দেওয়া হবে। 26

হাদীসের ব্যাখ্যা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الذر م অর্থ নিহায়া কিতাবে, ছোট ছোট লাল পিপড়ার দল বলে এ কথাটির অর্থ হলো, নিকৃষ্ট ও ছোট হওয়ার দিক দিয়ে তারা গুড়ো গুড়ো পিপড়ার মত। আর في صور الرجال এর অর্থ হলো, তারা আকৃতিতে মানুষের আকৃতি, কিন্তু يغشاهم الذل من كل مكان | لة এ কথাটির অর্থ হলো, তারা কিয়ামতের দিন এতই অপমান অপদস্ত হবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের কোনো মান-সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না। হাশরবাসীরা তাদের পা দিয়ে তাদেরকে পা-পৃষ্ট করবে, তাদের প্রতি কোনো কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করবে না। في سجن إلى يساقون جهنم يسمى بولس হলো, জাহান্নামের মধ্যে একটি জেলখানার দিকে তাদের টেনে নেওয়া হবে, যার নাম বুলুস। تعلوهم نار الأنيار من يسقون عصارة أهل النار এ কথাটির অর্থ হলো, জাহন্নামের আগুন তাদের গ্রাস করে ফেলবে এবং ঢেকে ফেলবে এবং জাহান্নামীদের দেহ হতে যে সব পুঁজ, বমি ও রক্ত বের হবে, তাই তাদের খেতে দেওয়া হবে। কারণ, একজন অহংকারী দুনিয়াতে বড় একটি আকার ধারণ করেছিল এবং দুনিয়াতে বড় ধরনের আসন দখল করে নিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমগ্র মানুষের সামনে তাকে ছোট ছোট পিপড়ার পালের মত করে একত্র করে তাকে লজ্জা ও শাস্তি দিবেন।

পাঁচ. অহংকার জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يحب : الرجل إن : رجل قال ٍكبْر ْمِن ٍذَرَّة ُمِثْقَال ِقَلْبِه فِي َكَان ْمَن َالجَنَّة ُيدخُل لا «الناس وغمط ،الحق بطر الكبر ،الجمال يحب جميل الله إن قال . حسنة ونعله حسنا ثوبه يكون أن

"যার অন্তরে একটি অণু পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বললে, এক লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনো কোনো লোক এমন আছে, সে সুন্দর কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করে, সুন্দর জুতা পরিধান করতে পছন্দ করে, এসবকে কি অহংকার বলা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর তা'আলা নিজেই সুন্দর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, সত্যকে গোপন করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা।

ছয়. অহংকারীদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা দেওয়া আছে:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ، كُلُّ ضعيف مَتضَّعَفِ لَوْ أَقسَمَ عَلَى اللَّهُ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِر«

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের থেকে কারা জান্নাতি তাদের বিষয়ে খবর দিব কি? তারা হলো সব দুর্বল ও অসহায় লোকেরা তারা যদি আল্লাহর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের দায় মুক্ত করে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের কারা জাহান্নামে যাবে তাদের বিষয়ে খবর দিব? তারা হলো, সব অহংকারী, দাম্ভিক ও হঠকারী লোকেরা"।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أحتجت النَّارُ وَالجَنَّةُ فَقَالَتْ النَّارُ : يُدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ الجَنَّةُ : مَا لِي لَا يُدْخُلُنِي إِلَّا ضَعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّب بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِجَنةً : أَنْتِ رَحَمتي أَرْحُم بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا«

"জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিতর্ক করে, জাহান্নাম বলে, আমার নিকট বড় বড় দাম্ভিক ও অহংকারীরা প্রবেশ করবে আর জান্নাত আল্লাহকে বলে, কি ব্যাপার আমার ভিতর শুধু দুর্বল ও বিতাড়িত লোকেরা প্রবেশ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বলে, তুমি হলে আমার আযাব। আমি তোমার মাধ্যমে যাকে চাই তাকে আযাব দিব। অথবা আল্লাহ বলেন, তোমার মাধ্যমে আমি যাকে চাই তাকে পাকড়াও করবো আর

জান্নাতকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার রহমত আমি তোমার দ্বারা যাকে চাই তাকে রহম করব। আর তোমাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে যথাযোগ্য অধিবাসী।
আল্লামা ইবন হাজার রহ. বলেন, হাদীসে দু'টি শব্দ الْمُتَكَبِّرِين 3 الْمُتَجَبِّرِين উল্লেখ করা হয়, কেউ কেউ বলেন, শব্দ দু'টির অর্থ একই। আবার কেউ কেউ বলেন, না, দু'টি শব্দের অর্থ দু'টি الْمُتَكَبِّرِين শব্দের অর্থ হলো ঐ সব অহংকারী যারা তাদের মধ্যে নেই এমন কিছু নিয়ে অহংকার করে। আর المتجبرين শব্দের "তার নিকট যা আছে তা নিয়ে বড়াই করা।
আর হাদীসে যে দুর্বল লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা হলো, যারা অহংকারীদের দৃষ্টিতে দুর্বল ও নিকৃষ্ট এবং তাদের চোখে তারা মানুষ হিসেবে গণ্য নয়। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে তারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও কুদরতের অনুভূতি থাকার কারণে তারা তাদের নিকট যা আছে তাকে তুচ্ছ মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে তারা অত্যধিক বিনয়ী ও ছোট হয়ে থাকে। এ কারণেই হাদীসে তাদের দুর্বল লোক বলা হয়েছে।

সাত. অহংকারীদের অপমান অপদস্ত করে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ] ﴾ الزمر[71,72 :
"আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত'? তারা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল'; কিন্তু কাফিরদের ওপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হলো। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর চিরকাল তোমরা সেখানে অবস্থান করবে। অহংকারীদের বাসস্থান কতই না মন্দ"। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১-৭২]
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ] (غافر : 60]

"আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قَالَ الله عز وَجَلَّ : الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ«

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার হলো আমার চাদর আর বড়ত্ব হলো আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি আমার এ দু'টির যে কোনো একটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

অধ্যায় ১১: অহংকারের চিকিৎসা

একটি কথা মনে রাখতে হবে, কিবির তথা অহংকার এমন একটি কবীরা গুনাহ যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই একজন মানুষের জন্য অহংকার থেকে দুরে থাকা বা তার জীবন থেকে তা দুর করা অকাট্য ফরয। আর এ কথাও সত্য যার মধ্যে অহংকার থাকে সে শুধু আশা করলে বা ইচ্ছা করলেই অহংকারকে দুর করতে বা অহংকার হতে বাঁচতে পারবে না। তাকে অবশ্যই এ মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

অহংকারের চিকিৎসা নিম্নরূপ:

১. অন্তর থেকে অহংকারের মূলোৎপাটন করা:

প্রথমে অহংকারী নিজেকে চিনতে হবে, তারপর তাকে তার প্রভুকে চিনতে হবে। একজন মানুষ যখন নিজেকে ভালোভাবে চিনতে পারবে এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব ও মহত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে তখন তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না, অহংকার তার থেকে এমনিতেই দুর হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালাকে যখন ভালোভাবে চিনবে, তখন সে অবশ্যই জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

মানুষ তাকে চেনার জন্য প্রথমে তাকে তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করতে হবে। সে নিজে প্রথমে কি ছিল, তারপর দুনিয়াতে আসার পর মাঝখানে তার অবস্থা কেমন ছিল এবং তার পরিণতি কি হবে?

এসব নিয়ে চিন্তা করলে তার মধ্যে অহংকার থাকতেই পারে না। কিভাবে অহংকার করবে? আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে এক ফোটা নিকৃষ্ট পানি থেকে বীর্য হিসেবে তৈরি করেন তারপর তিনি বীর্যকে আলাকায় রূপান্তরিত করেন তারপর আলাকাকে গোশতের টুকরা তারপর গোশতের টুকরাকে হাঁড়ে পরিণত করেন। তারপর আবার হাঁড়কে গোশতের আবরণ দিয়ে সাজান।

এ ছিল তার সৃষ্টির সূচনা আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমেই পরিপূর্ণ মাখলুক রূপে সৃষ্টি করেন নি, বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার হায়াতের পূর্বে মৃত্যু দিয়েই শুরু করেন। অনুরূপভাবে শক্তির পূর্বে দুর্বলতা, ইলমের পূর্বে অজ্ঞতা, হিদায়াতের পূর্বে গোমরাহী এবং সম্পদশালী হওয়ার পূর্বে অভাব ও দরিদ্রতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেন। এতদসত্ত্বেও তার কিসের অহংকার, বড়াই, গৌরব ও অহমিকা?!!

তারপর যখন লোকটি দুনিয়াতে বসবাস করতে থাকে তখন সে তার নিজের ইচ্ছায় বেঁচে থাকতে পারে না, সে যে রকম চায় সবকিছু তার মনের মত হয় না। সে চায় সুস্থ থাকতে কিন্তু পারে না, চায় ধনী ও অভাব মুক্ত থাকতে কিন্তু তা হয় না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর বিপদ-আপদ আসতেই থাকে। সে পিপাসিত, ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ হতে বাধ্য হয়, কোনো কিছু তাকে বিরত রাখতে পারে না। কোনো কিছু মনে রাখতে চাইলে সে পারে না, ভুলে যায়। আবার কোনো কিছু ভুলতে চাইলে তা ভুলতে পারে না এবং কোনো কিছু শিখতে চাইলে তা শিখতে পারে না। মোট কথা, সে একজন অধীনস্থ গোলাম, সে তার নিজের কোনো উপকার করতে পারে না, আবার কোনো ক্ষতিকে সে নিজের থেকে প্রতিহত করতে পারে না। নিজের কোনো কল্যাণ ভয়ে আনতে পারে না এবং কোনো অকল্যাণ বা ক্ষতিকে ঠেকাতে পারে না।

এর চেয়ে অপমানকর আর কি হতে পারে, যদি সে নিজেকে চিনতে পারে!

তারপর সর্বশেষ অবস্থা ও পরিণতি হলো, মৃত্যু। মৃত্যু তার জীবন, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিকে কেড়ে নিবে। আর কোনো কিছু দেখতে পারবে না, শুনতে পারবে না। তার জ্ঞান, বুদ্ধি শক্তি ও অনুভূতি আর অবশিষ্ট থাকবে না। বন্ধ হয়ে যাবে তার দেহের নড়চড় ও অনুভূতি, সে একেবারেই নিস্তেজ ও জড় পদার্থে রূপান্তরিত হবে, যেমনটি সৃষ্টির প্রথমে ছিল। তারপর তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। তখন সে হয়ে যাবে দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র লাশ।

তারপরও যদি এই হত তার শেষ পরিণতি এবং এ অবস্থার ওপর যদি শেষ হত সব কিছু!! আর যদি জীবিত করা না হত! কিন্তু না, এতো শেষ নয় বরং শুরু। চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পর

তাকে আবারো জীবিত করা হবে, যাতে তাকে কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তাকে তার কবর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে কিয়ামতের ভয়াবহতায় ও উত্তপ্ত মাঠে। তারপর তার কর্মের দফতর তার সম্মুখে খুলে দেওয়া হবে আর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার কর্মের দফতর পড়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَٰئِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِيبًا] الإسراء[14 :

"আর আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৪]

যখন সে তার আমল নামা প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলবে-

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا] ﴾ الكهف:

"আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, 'হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে' এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলম করেন না। [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

আল্লামা আখনফ রহ. বলেন, আমার আশ্চর্য হয়, যে লোকটি প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে দুইবার আগমন করল, সে কীভাবে অহংকার করে।

মাতরাফ ইবন শাখির ইয়াযিদ ইবন মাহলাবকে দেখল, সে তার পরিধেয় নিয়ে অহংকার করছে। তখন সে তাকে বলল, তোমার এ হাঁটাকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করে এ কথা শুনে বলল, তুমি কি আমাকে চিন না? তখন বলল, হাঁ আমি তোমাকে চিনি, তোমার শুরু হলো, এক ফোটা নাপাক বীর্য, আর তোমার শেষ হলো, দুর্গন্ধময় লাশ আর এ দু'টির মাঝে তুমি একজন পায়খানা ও ময়লা বহনকারী।

এ কথাগুলোকে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-বাছছামী আল-খাওয়ারেজমী পদ্য আকারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

بصورتهِ مُعْجَبٍ من عجبتُ مذره نطفة قبل مِنْ وكان صورته حسن بعد غد وفي قذره جيفة الأرض في يصير
ونَخْوَتِهِ عُجْبه على وهو
العذره يحمل ثوبيه بين ما

যে ব্যক্তি তার সুন্দর সুরত নিয়ে অহংকার করে তার বিষয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। (সে কিভাবে অহংকার করে?) সে তো ইতোপূর্বে এক ফোটা নিকৃষ্ট বীর্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর তার এত সুন্দর আকৃতির পর তার পরিণাম হলো, আগামীকাল তাকে একটি দুর্গন্ধময় লাশ হিসেবে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। সে দুনিয়াতে যতই বড়াই আর অহংকার করুক না কেন, সে তো তার দুই কাপড়ের মাঝে আজীবন ময়লাই বহনকারী ছিল।"
অপর এক কবি বলেন,

بصورته إعجاباً الكبر مظهر يا
مسلوب الكبر بعد فإنك مهلاً
بطونهم في فيما الناس فكر لو
شيب ولا شبان الكبر استشعر ما
غداً التراب ومأكول التراب ابن يا
ومشروب مأكول فإنك أقصر

"স্বীয় সৌন্দর্য ও সুরত নিয়ে হে অহংকার-কারী! মনে রাখ, তুমি অবশ্যই তোমার অহংকারের পর বিলুপ্ত হবে।
যদি মানুষ তাদের পেটের মধ্যে কি আছে তা নিয়ে চিন্তা করত! কোনো যুবক বা বৃদ্ধ কারো মধ্যেই অহংকার করার মানসিকতা জাগত না।
হে মাটির ছেলে ও আগামী দিনের মাটির খাদ্য, তুমি অহংকার থেকে বিরত থাক! কারণ, তুমি অবশ্যই একদিন খাদ্য ও পানীয়তে রূপান্তরিত হবে।"

২. অহংকারের বস্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা করা:

যে সব বস্তু নিয়ে অহংকার করে তাতে চিন্তা ফিকির করা এবং মেনে নেওয়া যে তার জন্য এসব বস্তু নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। কেউ যদি তার বংশ মর্যাদা নিয়ে অহংকার করে, তখন তাকে বুঝতে হবে যে এটি একটি মূর্খতা বৈ কিছুই হতে পারে না। কারণ, সে তো তার নিজের ভিতরের কোনো যোগ্যতা নিয়ে অহংকার করছে না। সে অহংকার করছে অন্যদের যোগ্যতা নিয়ে, যা একেবারেই বিবেক ও বুদ্ধিহীন কাজ। উবাই ইবন কা'আব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أُمَّ لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انْتَسَب رجلان عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السلام فَقَالَ أَحَدهما : أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تَسَعَةً فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ، قَالَ : أَنَا فُلَانُ بنُ فُلَانٍ ابْنُ

الْإِسْلَامِ، قَالَ : فَأُوحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلى تِسْعَة فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرهمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثنين في الجَنَّةِ فَأنتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই লোক বংশ নিয়ে বিবাদ করে। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক তুমি কে? তোমার মাতা নেই।

তাদের বিবাদ শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুসা 'আলাইহিস সালামের যুগে দুই ব্যক্তি বংশ নিয়ে ঝগড়া করে। তখন তাদের একজন অপর জনকে বলে, আমি অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের ছেলে অমুক, এভাবে সে তার নয় পুরুষ পর্যন্ত গণনা করে, আর বলে তুমি কে? তোমার মা নেই। তখন সে বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক, আর অমুক হলো ইসলামের ছেলে। তিনি বলেন, তাদের বিতর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা মুসা 'আলাইহিস সালাম কে ওহী দিয়ে পাঠান যে, আপনি এ দুই ব্যক্তি যারা বংশ নিয়ে বিবাদ করছে তাদের বলেন, হে নয় পর্যন্ত গণনাকারী! তুমি যে নয় জনের নাম উল্লেখ করছ, তারা সবাই জাহান্নামে, আর তুমি হলে তাদের দশম ব্যক্তি। আর অপর ব্যক্তিকে বলেন, হে দুই পুরুষ পর্যন্ত গণনাকারী তুমি যে দুইজনের নাম নিলে তারা উভয়ে জান্নাতে যাবে আর তুমি হলে তৃতীয় ব্যক্তি"।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قد أَذْهَبَ عَنْكُم عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُم بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٍ مِنْ فُحِمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِن الْعَلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنِ«

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলি যুগের কুসংস্কার ও বাপ-দাদাদের নিয়ে অহংকার করাকে দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দু'ধরনের: একজন ঈমানদার মুত্তাকী ব্যক্তি, আর একজন দূরাচার দুর্ভাগা ব্যক্তি। সমগ্র মানুষ আদম 'আলাইহিস সালামের সন্তান, আর আদম 'আলাইহিস সালাম হলো, মাটির তৈরি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এমন এক সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা তাদের বংশের লোকদের নিয়ে অহংকার করবে। মনে রাখবে তারা জাহান্নামের কয়লা হতে একরকম কয়লা অথবা তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট নাকের থেকে শিন নিক্ষেপ করার নেকড়ার চেয়ে আরও অধিক নিকৃষ্ট।

হাদিসের ব্যাখ্যা: عبية الجاهلية এ শব্দের অর্থ হলো, জাহিলি যুগের অহংকার, বড়াই ও কুসংস্কার। مومن تقي و فاجر شقي কথাটির অর্থ সম্পর্কে আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, মানুষ দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের মানুষ হলো, মুমিন মুত্তাকী সে হলো, উত্তম ব্যক্তি যদিও সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানী ব্যক্তি নয়। আর একজন

ব্যক্তি হলো, ফাজের বদখত যদিও সে তার সমাজে সম্মানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, অহংকারী হয় মুমিন হবে, তাহলে তার জন্য কারো ওপর অহংকার করা উচিত নয়। অথবা সে ফাজের গুনাহগার, সে এমনিতেই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট তার অহংকার করার অধিকারই নেই। সুতরাং অহংকার সর্বাবস্থায় রহিত। অহংকার করার কোনো সুযোগই নেই।

كان أنتم بنو آدم و آدم من تراب

আর আদম 'আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে,

মাটি থেকে। সুতরাং যার মুল হলো মাটি, তার জন্য অহংকার করা কোনো ক্রমেই উচিৎ নয়।

আবু রাইহানা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَن انْتَسَب إلى تسعة آبَاء كُفَّار يُرِيد بِهِم عنا وَكَرَمًا فَهُو عاشرهم في النار »

"যে ব্যক্তি তার বংশের নয়জন লোকের কথা উল্লেখ করে এবং তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, ইজ্জত সম্মান লাভকরা, তারা সবাই জাহান্নামে যাবে আর লোকটি তাদের দশম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে"।

যে ব্যক্তি ইলমের কারণে অহংকার করে, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যারা আহলে ইলম তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও আরও অধিক কঠিন। আর যে ব্যক্তি ইলম থাকা সত্বেও আল্লাহর নাফরমানি করে তাকে মনে রাখতে হবে তার অপরাধ খুবই মারাত্মক। আর একজন অহংকারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অহংকার কেবল আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর কারো জন্য অহংকার প্রযোজ্য নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অহংকার করে, তখন সে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এসব চিন্তা যদি একজন মানুষ করে তাহলে তার মধ্যে অহংকার থাকতে পারে না। তাকে বিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইবাদত বন্দেগী ও নেক আমল নিয়ে অহংকার করা মানুষের জন্য একটি বড় ধরনের ফিতনা। এ বিষয়ে হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهَما يُذنب والْآخَرُ مُجْتِهد في العبادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِد يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ : أَقْصِرْ ، فَوَجَدُه يوما عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ : أَقْصِرْ، فَقَالَ خَلِّنِي وربي أَبُعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا، فَقَالَ : وَاللَّهُ لَا يَغْفُر اللَّه لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكَ الله الجنةَ . فَقَبَضَ

أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعًا عِندَ رَبِّ الْعَالمين فقَالَ لَهَذَا المجتهد : أَكنتَ بِي عَالَما أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا ، وَقَالَ لِلْمُذنب : أَذَهَبْ فَادْخُلْ الجَنَّةَ بِرِحْمَتِي، وَقَالَ للْآخَرِ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته

"বনী ইসরাইলের মধ্যে দুইজন লোক ছিল, তারা একে অপরের বন্ধু। তাদের একজন গুনাহ করত আর অপরজন ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যে লোকটি ইবাদতে লিপ্ত থাকতো সে সব সময় দেখত তার অপর ভাই গুনাহে মগ্ন। তখন সে তাকে বলত, তুমি গুনাহের কাজ ছেড়ে দাও! কিন্তু সে তার কথা শুনত না। তারপর একদিন তাকে গুনাহ করতে দেখে বলল, তুমি গুনাহ করো না গুনাহ হতে বিরত থাক! সে তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না এবং বলল, তুমি আমাকে আমার মত করে চলতে দাও। আমি এবং আমার রবের মাঝে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার দায়িত্বশীল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরিত? তখন সে রাগ হয়ে তাকে বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করবে না। অথবা বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের রুহকে কবজ করল, তারা উভয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে একত্র হলো, আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে যে লোকটি লিপ্ত থাকতো তাকে বলল, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে অথবা বলল, তুমি কি আমার হাতে কি আছে তা করার ক্ষমতা রাখতে? আর অপরাধীকে বলল, তুমি আমার রহমতের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ কর! আর অপরজনের বিষয়ে ফিরিশতাদের ডেকে বলল, তোমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও এবং তাতে তাকে নিক্ষেপ কর। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি ঐ সত্ত্বার কসম করে বলছি, তুমি এমন একটি কথা বলে থাক, যার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দাও"।(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০১) আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

আবু ইয়াযীদ আল-বুসতামী বলেন, যখন কোনো মানুষ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে কোনো মানুষ তার থেকে খারাপ আছে, তা হলে সে অবশ্যই অহংকারী।

আর আল্লাহ তা'আলা যারা কল্যাণের প্রতি অগ্রগামী তাদের বিষয়ে বলেন, তারা হলেন, যারা ইবাদত ও আমলে সালেহ করেন আর ভয় করেন যে, তা তাদের থেকে কবুল করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُوْلَبِكَ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ] ﴾ المؤمنون:

[61-60

"আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তারাই কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তাতে তারা অগ্রগামী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال :لا يا بنت الصديق وَلَكِنهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَن لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

"আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত... সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলি তারা ঐ সব লোক যারা মদ পান করে এবং চুরি করে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন না, হে সিদ্দিক কন্যা! তারা হলো, যারা রোজা রাখে, সালাত আদায় করে এবং সদকা করে তবে তারা আশংকা করে যে, তাদের আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করবে না। এরা তারাই যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রসর।"তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৭৫। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

তিন. দো'আ করা ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া:

দো'আ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া হলো, অহংকার থেকে বাঁচার জন্য সব চেয়ে উপকারী ও কার্যকর ঔষধ। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাদের হেফাযত করেন, তারাই অহংকার থেকে বাঁচতে পারে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই। এ কারণে রাসূল সা. উম্মতদের দো'আ শিখিয়ে দেন এবং তিনি নিজেও সালাতে বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দো'আ মুনাজাত করেন।

যুবাইর ইবন মুত'য়ীম থেকে বর্ণিত,

أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، فقال :الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كَبِيرًا وَالحَمْدُ لله كثيراً والحَمْدُ لله كَثِيراً وَالحَمْدُ لله كَثِيراً وَسُبحَانَ اللهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثلاثا، أَعُوذُ بِالله مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ قَالَ : نَفْثُهُ الشَّعرِ، وَنَفْخُهَ الْكَبْرِ، وَهُمزهُ المُوتَةُ(

"তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার সালাত আদায় করতে দেখেন, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এ কথাগুলো বলতে শোনেন-

"আল্লাহ তা'আলা সব কিছু হতে বড়, আর সর্বাধিক প্রশংসা কেবলই আল্লাহর,আমি বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি তার অহংকার থেকে তার প্ররোচনা থেকে ও ষড়যন্ত্র থেকে"।

চার, বিনয় অবলম্বন করা:

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার অনেক কৃতদাস গোলামদের দেখা যেত, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ধরে তাকে তাদের ইচ্ছামত এদিক সেদিক নিয়ে যেত। "সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৭২।

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে জিজ্ঞাসা করি রাসূল সা. ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের মধ্যে তার পরিবারের খেদমত করতেন, যখন সালাতের সময় হত, তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন"।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৬।

একই অর্থের অপর একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে নকল করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ, তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন, নিজেই কাপড় সিলাই করতেন এবং বকরীর দুধ ধোয়াতেন।

যুবাইর ইবন মুত'য়ীম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"তোমরা বল, আমার মধ্যে অহংকার আছে! অথচ আমি গাধায় আরোহণ করছি, বস্তা পরিধান করছি এবং বকরীর দুধ দো'আই-ছি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করে তার মধ্যে কোনো অহংকার থাকতেই পারেনা।

অহংকারী এ ধরনের কোনো কাজ করতে পছন্দ করে না। তারা এ ধরনের কাজ হতে নাক ছিটকায়। সুতরাং যে এ ধরনের কাজগুলো করে তার মধ্যে অহংকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আব্দুল্লাহ ইবন সালাম থেকে বর্ণিত,

"তিনি একদিন বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর তার মাথার ওপর একটি লাকড়ির বোঝা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি কারণে মাথায় বোঝা বহন করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এসব করার প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেননি বরং তোমাকে এসব হতে মুক্ত করেছেন! তিনি বললেন, আমি আমার অন্তর থেকে অহংকারকে দুর করতে চাই। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকে"। তাবরাণী, হাদীস নং ১২৯।

আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আল্লাহ ও তার মাখলুকের প্রতি বিনয়ী। আর আমাদের যেন অহংকার ও অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে হিফাযত করেন।

অধ্যায় ১২:অহংকার বনাম বিনয়: ইসলামি চরিত্র গঠনের ভিত্তি

মানব চরিত্র গঠনে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। চরিত্রের অন্যতম দুটি বিপরীত গুণ হচ্ছে **অহংকার** ও **বিনয়**।

অহংকারের ও বিনয়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি:

ইসলামি পরিভাষায় অহংকার (আরবি: **কিবর**) এমন এক আত্মিক রোগ, যেখানে ব্যক্তি নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং তাদের হেয় জ্ঞান করে। রাসূল (সা.) অহংকার সম্পর্কে বলেন:

"অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।" — *(সহীহ মুসলিম: ৯১)*

অহংকার কখনো জ্ঞানের, কখনো সম্পদের, কখনো বংশ বা জাতিগত পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশ পায়।

বিনয় (আরবি: **তাওয়াদু'**) হলো এমন একটি গুণ, যার দ্বারা একজন ব্যক্তি নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে এবং আল্লাহ ও মানুষের সামনে নিজেকে ছোট মনে করে, অহংকার ও দাম্ভিকতামুক্তভাবে জীবনযাপন করে। এটি আল্লাহভীরুতার ফল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" — *(মুসলিম: ২৫৮৮)*

কুরআন ও হাদীসে অহংকার ও বিনয় সম্পর্কে বার্তা:

কুরআনে অহংকার:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মপ্রশংসাকারীকে পছন্দ করেন না।” — *(সূরা আন-নিসা: ৩৬)*

ইবলীস আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে বলেছিল: *“আমি তার চেয়ে উত্তম; আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।” — (সূরা আল-আ’রাফ: ১২)*

কুরআনে বিনয়:

“রাহমানের বান্দারা তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে...” — *(সূরা আল-ফুরকান: ৬৩)*

ইসলামি চরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব:

আত্মশুদ্ধি: অহংকার আত্মশুদ্ধির পথে বড় বাধা। বিনয় আত্মসমালোচনার পথ খুলে দেয়।
সামাজিক সম্প্রীতি: বিনয় সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির জন্ম দেয়।
আল্লাহর নৈকট্য: বিনয়ী বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে।

অধ্যায় ১৩: ইসলামী ইতিহাসে বিনয়ের উজ্জ্বল উদাহরণসমূহ

ভূমিকা:

ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাসব্যবস্থা নয়, এটি একটি আদর্শ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো **বিনয় (তাওয়াদু')**। ইসলামী ইতিহাস বিনয়ের অসংখ্য উজ্জ্বল উদাহরণে ভরপুর, যা আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, জ্ঞানী বা মর্যাদাবান হয়েও একজন মানুষ বিনয়ী হতে পারে। এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী ইতিহাস থেকে নির্বাচিত কিছু মহান ব্যক্তিত্বের বিনয়ের জীবনচিত্র তুলে ধরবো।

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম):
বিনয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

তিনি আল্লাহর রাসূল হয়েও কখনো অহংকার করেননি।

নিজ হাতে কাজ করতেন, জামা সেলাই করতেন, ঘরের কাজে সহায়তা করতেন।

সাহাবিদের মধ্যে মিশে থাকতেন, আলাদা কোনো অবস্থান গ্রহণ করতেন না।

মক্কা বিজয়ের সময় জয়ী সেনাপতি হয়েও মাথা এতটা নিচু করেছিলেন যে, পবিত্র কাবার দরজার দিকে তাঁর কপাল লেগে যাচ্ছিল।

২. আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ):

খলিফা হয়েও তিনি নিজের পোষাক নিজে সেলাই করতেন।

একজন সাধারণ বৃদ্ধা নারীর ছাগল দোহনের দায়িত্ব পালন করতেন, যা খিলাফতের পরও চালিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন: *"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমি আসলে তেমন কিছুই নই, যা তারা (মানুষ) মনে করে।"*

৩. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ):

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, অথচ একবার একটি উটে চড়ে নিজের পরিচয় গোপন করে সিরিয়ায় সফরে গিয়েছিলেন।

জেরুজালেম বিজয়ের সময় তিনি কাঁধে নিজের জুতা নিয়ে পানি পার হয়েছিলেন, সেনাপতির মতো নয় বরং এক সাধারণ মানুষ হিসেবে।

তিনি বলতেন: *"আমরা ছিলাম এক তুচ্ছ জাতি, ইসলাম আমাদের সম্মানিত করেছে।"*

৪. উসমান ইবনু আফফান (রাঃ):

ধনকুবের হয়েও বিনয়ী, লাজুক ও নম্র ছিলেন।

নিজের অর্থে বহুবার মুসলমানদের জন্য সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তা নিয়ে কখনও গর্ব করেননি।

একবার সাহাবিগণ তাঁকে বলেন, “আপনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন!” — তবুও তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন, কারণ তিনি নিজেকে তুচ্ছ ভাবতেন।

৫. আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ):

গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও সাহসী যোদ্ধা হয়েও অত্যন্ত নম্র ছিলেন।

তাঁর দরজায় একজন দরিদ্র লোক এলে তিনি নিজ হাতে খাবার এনে দিতেন এবং জুতা পরাতে সাহায্য করতেন।

তিনি বলতেন: *“নম্রতা মানুষের গুণ, আর অহংকার অজ্ঞানতা।”*

৬. ইমাম আবু হানিফা (রহিঃ):

ইসলামী ফিকাহর প্রতিষ্ঠাতা হলেও নিজেকে কখনো “মুজতাহিদ” দাবি করেননি।

বহুবার বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তিনি মনে করতেন—আল্লাহর হুকুমে ভুল করলে জবাবদিহি করতে পারবেন না।

৭. সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহিঃ):

জেরুজালেম বিজয়ের পর তিনি খ্রিস্টানদেরকে নিরাপদে চলাচলের অনুমতি দেন।

কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শত্রুদের সাথেও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করেন।

নিজের জন্য আলাদা কোনো প্রাসাদ নির্মাণ করেননি; মৃত্যুতে তার কাফনের খরচও দান থেকে আসে।

ইসলামী ইতিহাসে যাঁরা সত্যিকারের নেতা ছিলেন, তাঁরা সকলেই বিনয়ের বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন। তারা প্রমাণ করেছেন, মর্যাদা অর্জনের পথ অহংকারে নয়—বরং বিনয়ে। এই মহান ব্যক্তিত্বদের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়—নিজেকে আল্লাহর দাস জ্ঞান করে, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে চলা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। অহংকার মানুষকে দূরে সরায়, আর বিনয় আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

অধ্যায় ১৪: দ্বীনদারদের মধ্যেও অহংকার, আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান

ইসলাম আমাদের বাহ্যিক আচরণের চেয়ে অন্তরের শুদ্ধতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

১. দ্বীনদারত্ব নিয়ে অহংকার কীভাবে গড়ে ওঠে?

নিজেকে ধার্মিক মনে করে অন্যদের হেয় করা

নিজের ইবাদত, হিজাব, দাড়ি, নামাজ, রোজা ইত্যাদি নিয়ে গর্ববোধ করা

যারা দ্বীন পালনে পিছিয়ে আছে, তাদেরকে "গুনাহগার", "বেদাতি", বা "মুনাফিক" আখ্যা দিয়ে তুচ্ছ করা

দ্বীনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অহংকারের কারণে আত্মবিশ্লেষণের দরজা বন্ধ রাখা

২. ইসলামে আত্মপ্রশংসা ও রিয়া (প্রদর্শনবাদিতা):

রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) হলো এমন একটি অভ্যাস যা ইমানকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূল (সা.) বলেন:

"আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরক — রিয়া।" — *(মুসনাদে আহমদ)*

৩. কুরআনের সতর্কতা:

"তোমরা নিজেদের পবিত্র বলো না; তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার।" — *(সূরা আন-নাজম: ৩২)*

"অতএব তোমার প্রভুর প্রতি নম্রভাবে এবং গোপনে আহ্বান করো। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" — *(সূরা আল-আরাফ: ৫৫)*

৪. সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের নম্রতা:

উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ): যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, তিনি সবসময় বলতেন—"যদি একটি ঘোষণা হয় যে, একজন ব্যতীত সকলেই জান্নাতে যাবে, আমি ভেবে নেব যে আমিই সে ব্যতিক্রম।"

হাসান বসরি (রহঃ): তাঁর দ্বীনদারতা সারা বিশ্বে স্বীকৃত ছিল, তবু তিনি বলতেন, "আমার জানি না আল্লাহ আমার কোনো আমল কবুল করেছেন কি না।"

৫. দ্বীনদারদের অহংকারের কিছু প্রচ্ছন্ন রূপ:

রূপ

বর্ণনা

ইলমের অহংকার

অন্যদের অজ্ঞ ভাবা

দলীয় অহংকার

নিজের মতবাদ বা মাজহাবকে শ্রেষ্ঠ ভাবা

বাহ্যিকতার অহংকার

পোশাক বা চেহারার কারণে গর্ব করা

আমলের অহংকার

বেশি নামাজ, রোজা ইত্যাদি দেখিয়ে গর্ব প্রকাশ

৬. করণীয় ও আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান:

নিজের অন্তরকে নিয়মিত পরীক্ষা করা

ইবাদত ও দ্বীনদারতা আল্লাহর রহমত বলে মনে করা

গুনাহগারদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখানো

‘আমি নই, বরং সে-ই আল্লাহর প্রিয় বান্দা’ এই মনোভাব রাখা

অহংকারকে ‘গুনাহ’ বলে স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

অধ্যায় ১৫: সমকালীন সমাজে অহংকারের প্রভাব ও ইসলামি প্রতিকার

> আধুনিক যুগে অহংকারের রূপান্তর

অহংকার সব যুগেই ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে এটি ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রযুক্তি, বৈশ্বিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ব্যক্তিগত অর্জনের কারণে অনেক মানুষ নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করেছে। আজ অহংকার কেবল ধন-সম্পদ বা বংশগৌরবে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিদ্যা, সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয়তা, বাহ্যিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় চর্চা এমনকি দান-খয়রাত নিয়েও অহংকার দেখা যায়।

> ডিজিটাল অহংকার ও সামাজিক মাধ্যম

সামাজিক মাধ্যম (যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক) অহংকারের এক নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। নিজের অর্জন, ভ্রমণ, পোশাক, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি প্রদর্শনের প্রবণতা সমাজে আত্মপ্রশংসা ও অন্যকে হেয় করার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলেছে। ইসলামে এই ধরনের আত্মপ্রদর্শন ও অহংকারকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

কুরআন: *"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারকারী ও আত্মপ্রশংসাকারীকে পছন্দ করেন না।"* (সূরা লুকমান: ১৮)

> তরুণ সমাজে অহংকারের প্রভাব

তরুণরা প্রযুক্তির প্রভাবে অহংকারের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মেধা, বাহ্যিক সৌন্দর্য, লাইফস্টাইল, কিংবা ধর্মীয় জ্ঞান নিয়ে অহংকার তৈরি হচ্ছে। অন্যকে ছোট করে দেখা, মতামতকে অবমূল্যায়ন করা, এবং বিনয়হীনতা বেড়ে চলেছে।

> অহংকারের পরিণতি সমাজে

পরিবারে কলহ ও বিচ্ছেদ

বন্ধুত্বে ভাঙন

কর্মস্থলে টিমওয়ার্কে বিঘ্ন

ইসলামি মূল্যবোধ থেকে দূরত্ব

> ইসলামি প্রতিকার ও করণীয়

১. বিনয় ও নম্রতা চর্চা

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র। তিনি নিজের জন্য বিশেষ কোনো মর্যাদা দাবি করতেন না।

হাদীস: *"যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দেন। আর যে অহংকার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করেন।"* (সহীহ মুসলিম)

২. আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা

প্রতিদিন নিজের কাজে আত্মসমালোচনা করা ও নিয়ত শুদ্ধ করা অহংকার কমাতে সহায়ক।

৩. দীনী শিক্ষা ও তাযকিয়া

আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) ও আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অহংকার দূর করে বিনয়ী মানুষ গঠনে ভূমিকা রাখে। ইসলামের মূল শিক্ষা হল — মানুষ সৃষ্টির সেরা, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত।

৪. সাহাবায়ে কেরামের জীবনচর্চা

হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবারা বড় বড় বিজয় ও মর্যাদার পরও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। তাঁদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

৫. দোআ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

"হে আল্লাহ! আমাকে অহংকার থেকে রক্ষা করো এবং বিনয় প্রদান করো" — এই ধরণের দোআ নিয়মিত করা উচিত।

অধ্যায় ১৬: উপসংহার

এই গবেষণাপত্রে আমরা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করেছি ইসলামে অহংকারের সংজ্ঞা, উৎস, কুরআন-হাদীসের আলোকে এর পরিণতি, ইসলামি মনোবিজ্ঞান ও আখলাকীয় বিশ্লেষণ এবং সমকালীন সমাজে অহংকারের বহুমাত্রিক প্রভাব। দীর্ঘ গবেষণার আলোকে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি, **অহংকার এমন একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের ভেতর থেকে ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়, অন্তরকে কলুষিত করে তোলে এবং তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।**

ইসলামে অহংকার কেবল একটি চারিত্রিক দুর্বলতা নয়, বরং এটি এমন একটি গুনাহ, যা ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যতই ইবাদত করুক না কেন, যদি তার অন্তরে অহংকার থাকে, তবে তার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না — এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইসলামের প্রতিকার ও নির্দেশনা

ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা হলো— অহংকারের পরিবর্তে বিনয়কে জীবনাচরণে স্থান দেওয়া। কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা, রাসূল (সা.)-এর জীবন, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ এবং পূর্বসূরি মনিষীদের অভিজ্ঞতা আমাদের অহংকার থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখায়। আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস), তাকওয়া, দোআ এবং ধ্যান-চিন্তার মাধ্যমে মানুষ অহংকার থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

একটি চূড়ান্ত উপলব্ধি

একজন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে তার জীবনের প্রতিটি নি'আমত (অনুগ্রহ)— যেমন দেহ, জ্ঞান, ধন, মর্যাদা — সবই আল্লাহর দেওয়া, এবং যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ তা কেড়ে নিতে পারেন, তবে সে বিনয়ী হবে, কৃতজ্ঞ হবে, অহংকারী নয়। **ইসলাম চায় একজন মানুষ যেন আল্লাহর সামনে বিনীত, মানুষের মাঝে নম্র ও আত্মসমালোচনাপূর্ণ হয়।**

সার-সংক্ষেপে:

অহংকার ইসলামে হারাম, এবং তা ঈমানের পরিপন্থী।
অহংকার আত্মিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংস ডেকে আনে।
অহংকারের বাস্তব উদাহরণগুলো আমাদের সতর্ক করে।
আধুনিক যুগে অহংকারের সূক্ষ্ম রূপসমূহ থেকে বাঁচতে হলে দীনী শিক্ষা, আত্মসমালোচনা, এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুকরণ অপরিহার্য।
বিনয়, ধৈর্য, এবং কৃতজ্ঞতাই একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

পরিশেষে বলব, জাত-পাত, দল-মত ও যাবতীয় মিথ্যার অহংকার ছেড়ে আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্যের দিকে ফিরে আসা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করা আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বান্দার কোন অহংকার থাকলে তা হবে কেবল সত্যের অহংকার। অন্য কিছুর জন্য নয়। আল্লাহ বলেন, তারাই (প্রকৃত) ঈমান আনে, যখন তারা উক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা জ্ঞাপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা কোনরূপ অহংকার প্রদর্শন করে না' (সাজদাহ ৩২/১৫)। অত্র আয়াতটি পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে সাথে সাথে একটি সিজদা করা মুর ১০ম সিজদা। আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা অহমিকা ও তার কুফল হ'তে রক্ষা করুন- আমীন!

তথ্যসূত্র

১) হিংসা ও অহংকার - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালি ব
২) ক্রোধ ও হিংসা - ইমাম গাজ্জালী রহ.
৩) তাযকিয়াতুন নাফস - ড. মুহাম্মদ আলী